Contents

চতুর্দশ বর্ষ

১২শ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

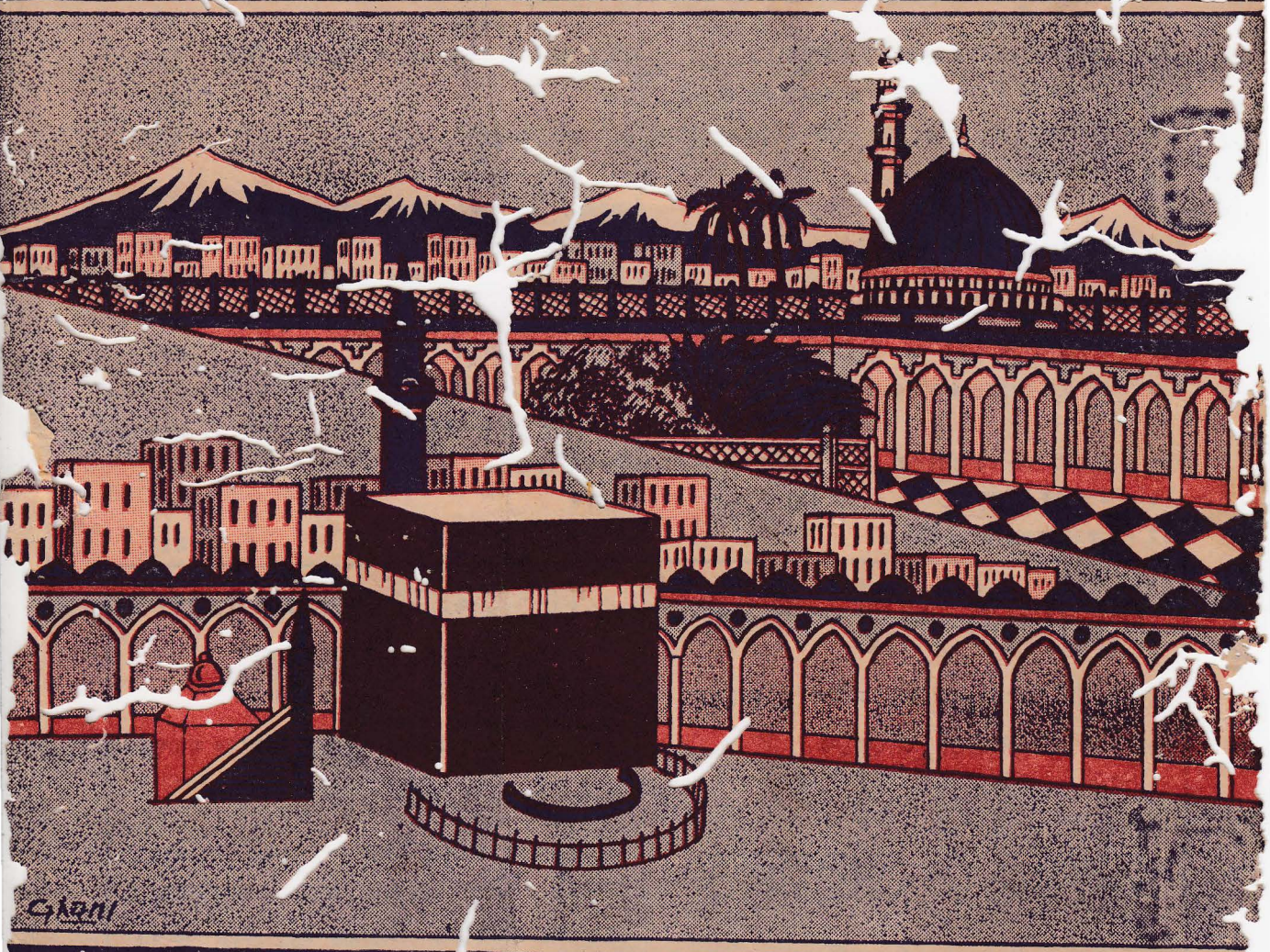

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭৫ বাং　　　　জুলাই-আগষ্ট—১৯৬৮ ইং

জমাদিউল আউয়াল—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা (তফসীর)	শাইখ আ[illegible] এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫৬৩
২। সালমান ফারসী [illegible]ল্লাহু আনহু-এর জীবনী	... ...	৫৭১
৩। মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ) আবু য়ূসুফ দেওবন্দী	... ...	৫৭৩
৪। কম্যুনিজম ও ইসলাম	মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৫৭৯
৫। [illegible] সামাজিক সংস্কার	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	[illegible]
৬। বঙ্গানুবাদ সহ একটি আরবী কবিতা	আবু উবাইদ [illegible] আবদুল্লাহ নদভী	৫৮৮
৭। আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী সংকলন: মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৯১
৮। জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৬০১
৯। মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা	এম, মাওলা বখ্শ নদভী	৬০৫
১০। তর্জুমানের বর্ষ-বিদায়ে (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৬০৮
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৬০৯
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৬১১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাসিক : ৩·৫০

যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী [illegible]

ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে [illegible] টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহ্‌াদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮০ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; জমাদিউস সানি, ১৩৮৮ হিঃ আগষ্ট, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	দ্বাদশ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الإخلاص —সূরাহ্‌ আল্‌-ইখলাস

এই সূরাটি (১) সূরাহ্‌ আল্‌ ইখলাস নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইখ্‌লাস শব্দের অর্থ খালিস বা ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ করা। ইখ্‌লাস শব্দের এই মূল অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সূরাটির এই নামকরণের তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়। (ক) বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্ব সম্পর্কে যে সব অশোভন উক্তি করিত তাহা হইতে তাঁহাকে এই সূরাতে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ঘোষণা করা হয় বলিয়া, (খ) আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা সম্পর্কে এই সূরাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিলে খালিস মুমিন ও আল্লাহর দাসে মুখ্‌লিস বা অকপট বলিয়া গণ্য হওয়া যায় বলিয়া, এবং (গ) এই বিশ্বাস লইয়া মারা গেলে উহা জাহান্নাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে খালাস বা মুক্তির কারণ হয় বলিয়া এই সূরাকে সূরাহ্ ইখ্লাস বলা হয়। ইহা ছাড়া এই সূরার আরো উনিশটি নাম তাফসীর কাবীরে উল্লেখ করা হইয়াছে। নামগুলি এই :

(২) সূরাতুৎ-তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ব প্রকাশক সূরাহ—ইহাতে আল্লাহ তা'আলার একত্বব্যঞ্জক গুণগুলির সমাহার রহিয়াছে বলিয়া।

(৩) ও (৪) সূরাতুৎ তাফ্রীদ বা পৃথকীকরণের ও সূরাতুৎ-তাজ্রীদ বা স্বতন্ত্রীকরণের সূরাহ—আল্লার সত্তাকে আর সকল সত্তা হইতে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে বলিয়া।

(৫) সূরাতুন্-নাজাত বা মুক্তির সূরাহ্—দুনিয়াতে কুফর ও শিরক হইতে এবং আখিরাতে জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভের কারণ হয় বলিয়া।

(৬) সূরাতুল্-অলায়াহ্ বা বন্ধুত্ব লাভের সূরাহ—ইহাতে বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া ইহা পাঠ করিতে থাকিলে আল্লার অলী বা বন্ধু হওয়া যায় বলিয়া।

(৭) সূরাতুন্-নিসবাহ বা বংশ পরিচয়ের সূরাহ। মুশ্রিকরা এক সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আল্লায়হি অসাল্লামকে বলিয়াছিল, "আপনি আপনার রব্বের গোষ্ঠি পরিচয় বর্ণনা করুন।" তাহাতে তিনি তাহাদিগকে এই সূরা পাঠ করিয়া শোনান বলিয়া এই নাম হয়।

(৮) সূরাতুল-মা'রিফাহ অর্থাৎ মা'রিফাৎ বা আল্লার পরিচিতির সূরাহ। কারণ প্রকাশ্য।

(৯) সূরাতুল্-জামাল বা আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যব্যঞ্জক সূরাহ্।

(১০) সূরাতুল্-মুকাশ্কিশাহ বা আরোগ্যদানকারী সূরাহ্। শিরক ও নিফাক রোগ হইতে আরোগ্য দান করে বলিয়া।

(১১) আস্-সূরাতুল্ মু'আওওিযাহ বা আশ্রয়দানকারীনি সূরাহ্। এই সূরাহ্ ও পরবর্তী দুইটি সূরাহ্ এই তিনটি সূরাকে একত্রে আল্-মু'আওওিযাত বা আশ্রয় দানকারিনী সূরাসমূহ বলা হয়, যেহেতু এই সূরাগুলিযোগে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।

(১২) সূরাতুস্-সামাদ—সামাদ শব্দ আছে বলিয়া।

(১৩) সূরাতুল্-আসাস বা ভিত্তির সূরাহ্ : অর্থাৎ এই সূরার তথা তাওহীদের ভিত্তির উপরে আসমান যমীন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লার সন্তান-সন্ততি আছে' লোকের এই উক্তির দরুণ আসমান ও যমীন খণ্ড বিখণ্ড ও ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, আল্লার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ আসমান ও যমীন কায়িম রহিয়াছে।

(১৪) ইহার এক নাম আল্-মানি'আহ্ বা রোধকারী—আল্লার আযাব ও জাহান্নামের আগুনকে রোধ করে বলিয়া।

(১৫) সূরাতুল মাহ্যার বা উপস্থিতির সূরাহ—ইহা যখন তিলাওৎ করা হয় তখন ইহা শুনিবার জন্য মালায়িকাহ উপস্থিত হন বলিয়া।

(১৬) ইহার এক নাম আল্-মুনাফ্ফিরাহ্ বা বিতাড়নকারী—ইহা পাঠকালে শয়তান পলায়ন করে বলিয়া।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৭) সূরাতুল-বারাআহ্—অসন্তোষ প্রকাশের বা মুক্তির সূরাহ—ইহা দ্বারা শিরক এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া।

(১৮) ইহার এক নাম আল্-মুযাক্কিরাহ বা স্মারণকারিণী—বান্দাকে খাঁটি তাওহীদ স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া।

(১৯) সূরাতুন্ নূর বা নূরের সূরাহ্। আল্লাহ আসমান-যমীনের নূর হওয়ার কারণে তিনি যেমন আসমান-যমীনকে নূরে উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ এই সূরাহ্ কুর্আনের নূর হওয়ার কারণে ইহা দ্বারা বান্দার অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মানুষের চোখের পুতুল একটি ক্ষুদ্র অংগ এবং উহা হইতেছে বাহ্যিক নূরের আকর। সেইরূপ এই সূরাটি কুরআনের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং ইহাই হইতেছে কুরআনের নূর-কেন্দ্র।

(২০) সূরাতুল্ আমান বা অভয় ও নিরাপত্তার সূরাহ্। এই সূরার সার মর্ম হইতেছে 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্' আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "যে কেহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" এই কারণে ইহাকে নিরাপত্তার সূরাহ্ বলা হয়।

এই সূরাহ্ নাযিল হওয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী—

এই সূরাহ নাযিল হওয়া সম্পর্কে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ দুইটি ঘটনায় গিয়া পর্যবসিত হয়। একটির মূলে রহিরাছে মক্কাবাসী মুশরিকদের প্রশ্ন এবং অপরটির মূলে রহিয়াছে মদীনাবাসী য়াহূদীদের প্রশ্ন। এক সূত্রে বলা হয় যে, "আমির ইবনুৎ-তুফায়ল ও আর্বাদ ইবনু রাবী'আহ প্রমুখ মাক্কার মুশরিকগণ নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলে, "আপনার রব্বের গোষ্ঠি ও বংশ পরিচয় আমাদের সামনে বলুন। আরও বলুন, তিনি সোনার তৈয়ারী—না চাঁদির তৈয়ারী—না লোহার তৈয়ারী—না কাঠের তৈয়ারী।" তাহাতে এই সূরাহ নাযিল হয়। অপর সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মাদীনায় য়াহূদীদের কতিপয় আলিম নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলে, "আপনার রব্বের বিবরণ আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। সম্ভবতঃ আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওরাৎ গ্রন্থে তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনার সহিত আপনার বর্ণনা মিলাইয়া দেখিব। অতএব আপনি আমাদিগকে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বলুন— আপনার রব্ব কোন্ বস্তু দ্বারা তৈয়ারী? তিনি কি পানাহার করেন? তিনি তাঁহার রাব্ব পদটি কাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন? এবং তাঁহার পরে তিনি কাহাকে উহার উত্তরাধিকারী করিবেন?" তাহাতে আল্লাহ এই সূরা নাযিল করেন। প্রথম সূত্রে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই সূরাটি মাক্কায় নাযিল হয় আর দ্বিতীয় সূত্রটি ইঙ্গিত করে যে, ইহা মাদীনায় নাযিল হয়। যেহেতু এই সূরাটি দুইবার নাযিল হয় নাই এবং যেহেতু উহার বিষয়বস্তু হইতে এই ধারণাই অধিকতর সঙ্গত যে, উহা মাক্কাতে নাযিল হইয়াছিল এবং এবম্বিধ ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতির বিচার মীমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলাই সঙ্গত হইবে যে, মাক্কার মুশরিকদের প্রশ্নের জওয়াবে এই সূরাহ নাযিল হয়। অনন্তর, হিজরতের পরে মাদীনার য়াহূদীগণ উল্লিখিত প্রশ্ন করিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাহাদের ঐ জওয়াবে এই সূরাটি তিলাওৎ করেন এবং সম্ভবতঃ বলেন, "আপনাদের এই প্রশ্নের জওয়াবে আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করিয়াছেন" অর্থাৎ এই সূরাতে আপনাদের ঐ সব প্রশ্নের জওয়াব রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। [হে রাসুল.] বল, তিনি আল্লাহ, একক। ১

۱ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

১। احد (আহাদ)—এবং واحد (ওাহিদ) শব্দ দুইটি ভাষাগত অর্থের দিক দিয়া প্রায় একই। উভয়ের ভাষাগত অর্থ 'একজন', কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে ইহাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যটি সহজবোধ্য করিবার জন্য আরবী ভাষা-তত্ত্বের একটি সূত্র উল্লেখ করা হইতেছে। উহা এই,—কতকগুলি শব্দের অর্থ ইযাফী (اضافى) বা আপেক্ষিক হইয়া থাকে। যথা পিতা ও সন্তান। পিতার অর্থ বুঝিবার জন্য সন্তানের অর্থ জানা এবং সন্তানের অর্থ বুঝিবার জন্য পিতার অর্থ জানা অপরিহার্য। সন্তানের ধারণা ছাড়া যেমন পিতার ধারণা অসম্ভব সেইরূপ পিতার ধারণা ছাড়া সন্তানের ধারণাও অসম্ভব। এইরূপ পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত ভাবদ্বয়কে আরবীতে ইযাফী বা আপেক্ষিক ভাব বলা হয়।

এখন 'এক' এর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার ভাব মূলতঃ ইযাফী বা আপেক্ষিক। কারণ 'এক' এর ধারণার সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যাগুলির বিশেষতঃ 'দুই' এর ধারণা হইয়াই থাকে। 'এক' বুঝিবার জন্য যে ধারণা করিতে হয় তাহা এই' 'নিম্নতম পূর্ণ সংখ্যা যাহার পরে দুই আছে' বা 'দুইয়ের পূর্বের সংখ্যা'। আবার 'একটি নয়' বুঝিবার সময় 'দুইটি', 'তিনটি' প্রভৃতির ধারণা উদিত হয়। তাই 'একজন লোক আসে নাই; দুইজন বা পাঁচ জন লোক আসিয়াছে' ইত্যাদি বলা শুদ্ধ হয়।

কিন্তু 'একটি নয়' স্থলে 'একটিও নয়' বলা হইলে এই 'একটিও' এর ভাব বুঝিবার জন্য দুইটি', 'তিনটি' ইত্যাদি পরবর্তী কোন সংখ্যার ধারণা করার প্রশ্ন মোটেই জাগে না। কাজেই দেখা যায় বাংলা ভাষায় নেতিবাচক বাক্যে 'একটিও' শব্দটি আপেক্ষিক বা ইযাফী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এইরূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত অর্থকে আরবীতে হাকীকী (حقيقى) অনন্য-সম্বন্ধ ভাব বলা হয়।

واحد ও احد এর মধ্যে পার্থক্য—আহাদ শব্দটি হাকীকী বা অনন্যসম্বন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওাহিদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইযাফী বা আপেক্ষিক অর্থে। অর্থাৎ 'এক' বলিলে যখন উহার সহিত পরবর্তী সংখ্যার ধারণা সংযুক্ত হওয়ার অবকাশ না থাকে তখন সে-ক্ষেত্রে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহৃত হইবে। পক্ষান্তরে 'এক' বলিলে যদি তাহার সহিত পরবর্তী সংখ্যার ধারণা সংযুক্ত হওয়ার অবকাশ ও সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে 'ওাহিদ' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যথা, 'একজন লোক আসে নাই' বলিবার সময় বক্তার উদ্দেশ্য যদি এই থাকে যে, দুই, তিন, পাঁচ বা দশ জন লোক আসিয়াছে তবে ঐ 'একজন' এর সহিত পরবর্তী সংখ্যা-বিশেষের ধারণা সংযুক্ত থাকে বলিয়া সে ক্ষেত্রে 'ওাহিদ' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে 'একজন লোক আসে নাই বলিবার সময় বক্তার উদ্দেশ্য যদি এইরূপ থাকে যে, দুইজন বা দশ জনের আসার ধারণাই করা যায় না, তবে সে ক্ষেত্রে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। উপরের আলোচনা দেখানো হইল যে, 'আহাদ' শব্দের সহিত পরবর্তী কোনও সংখ্যা এমন কি 'দুই' এর ধারণাও আসিতে পারে না। এই বিশেষ ভাব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সম্পর্কে 'ওাহিদ শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'আহাদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ একজন এবং সর্বতোভাবে একজনই। পক্ষান্তরে والهكم اله واحد আয়াৎটিতে 'ইলাহ' বা 'যাহার উপা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

২। আল্লাই সকলের একমাত্র অভীষ্ট, লক্ষ্য ও নির্ভর। ২

সনা করা হইয়া থাকে' সম্পর্কে একাধিক সত্তার ধারণা উদয় হইতে পারে বলিয়া সে ক্ষেত্রে 'ওওয়াহিদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আল্লাহ সম্পর্কে 'আহাদ' শব্দের ব্যবহারের মধ্যে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 'আল্লাহ' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সত্তার নির্দিষ্ট নাম—'আলাম (علم) বা Proper Noun কারণ 'আলম দ্বারা নির্দিষ্ট কোন এক জনকেই বুঝায়। অধিকাংশ সুন্নী আলিমদের মত ইহাই। মু'তাযিলী ধর্মতাত্ত্বিক ইমাম যামাখশারীর প্রভাবে সুন্নী আলিমদের মধ্যে একমাত্র ইমাম বায়যাবী বলেন যে, 'আল্লাহ' শব্দটি তাঁহার 'আলাম বা নাম নয়; তাঁহার একটি সিফাৎ (صفة) বা গুণবিশেষ।

আয়াৎটির শাব্দিক বাক্য বিশ্লেষণ—উপরে আয়াৎটির যে তারজমা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে হুআ (هو) শব্দটিকে উদ্দেশ্য ধরা হইয়াছে এবং 'আল্লাহ' শব্দটিকে উহার প্রথম বিধেয় এবং আহাদ শব্দটিকে উহার দ্বিতীয় বিধেয় ধরা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমরা যাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ 'তিনি আল্লাহ একক। ইহার আর এক প্রকার বিশ্লেষণ এই ভাবে করা হয়। যথা, 'হুআ' (هو) শব্দটি হইতেছে ضمير الشان (যামীরুশ শান) বা সূচনাবৎজ্ঞক সর্বনাম; ইহা দ্বারা পরবর্তী ভাবটির গুরুত্বের প্রতি শ্রোতাকে সচেতন (تنبيه) করা হইয়াছে, 'আল্লাহ' শব্দটি হইতেছে উদ্দেশ্য এবং আহাদ শব্দটি হইতেছে বিধেয়। তখন তারজমা হইবে এইরূপ—[হে রাসূল,] বল, ব্যাপার এই যে, আল্লাহ একক।

২। الصمد আস্‌-সামাদ। ভাষা হিসাবে 'আস্‌-সামাদ' শব্দের মূল অর্থ দুইটি। একটি অর্থ হইতেছে এই: 'সাম্‌দ' শব্দের অর্থ অভিলাষ করা, বাসনা রাখা ইত্যাদি। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'সামাদ' শব্দটিকে 'মাসমূদ' অর্থে গ্রহণ করিলে 'সামাদ' এর অর্থ দাঁড়ায় 'যাহার অভিলাষ করা হয়' বা 'বিপদে আপদে, দুঃখে-কষ্টে, অভাব অনটনে যাহার নিকট আশ্রয় লওয়া হয়' অর্থাৎ 'অভিলষিত কাম্য জন'।

'সামাদ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে 'যাহা ফাঁপা বা ঝুরঝুরে নয় এমন। যথা, নিরেট কঠিন মসৃণ পাথর যাহার উপরে টিকে না ধুলাবালি এবং যাহার ভিতরে প্রবেশ করে না পানি, রস বা অপর কোন কিছুই।'

উল্লিখিত অর্থ দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আলিমগণ আল্লাহ তা'আলার সামাদ হওয়ার বহু তাৎপর্য বর্ণনা করেন। প্রথম অর্থটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা 'আস্‌সামাদ' এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এই গুণগুলির সমাবেশ দেখিতে পান। অর্থাৎ 'আস্‌সামাদ' বলিয়া জানানো হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় মর্যাদাবান, সর্বপ্রদাতা, চরম-পরম নেতা বা মালিক, বিপদ-তারণ ইত্যাদি। সেইরূপ দ্বিতীয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা 'আস্‌-সামাদ' এর মধ্যে যে সব গুণের সমাহার ও একত্র সমাবেশ দেখিতে পান তাহার সবই নেতিবাচক এবং সেগুলি এই:—কোন কিছুরই প্রয়োজন বা অভাব তাঁহার নাই; তিনি কাহারও অধীন বা মুখাপেক্ষী নন; তাঁহার উপরে কেহই নাই, কাজেই তিনি কাহারও ভয়ে ভীত নন; আবার তিনি তাঁহার অধীনস্থ কাহারও নিকট হইতে কোন উপকারের আশাও রাখেন না; তাঁহার পানাহার নাই, ঘুম নাই, ভুল ভ্রান্তি ও বিস্মরণও নাই; তাঁহার মরণ নাই, ফলে তাঁহার উত্তরাধিকারের প্রশ্নও উঠে না; সকল সৃষ্টির ধ্বংসের পরেও তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না; তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই; তাঁহার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নাই; তাঁহার প্রতি কোন বিপদ-আপদ আসিতে পারে না; তাঁহার উপরে কাহারও আধিপত্য নাই অথচ সকলের উপর তাঁহার আধিপত্য বর্তমান, তাঁহার স্বরূপ যাবতীয় সৃষ্টির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; তাঁহাকে দৃষ্টি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায় না, তিনি প্রজননও করেন নাই, প্রজাতও হন নাই; তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

৩। তিনি কাহাকেও প্রজনন বা প্রসব করেন নাই এবং তিনি প্রজাতও হন নাই। ৩

٣ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ ٠

কোন ব্যাপারেরই কোন কম বেশী হয় না ; তাঁহার গুণপণা এক কথায় বলা যায় না। ফলকথা তিনি তাঁহার সকল গুণে ও সকল কর্মে পূর্ণতার অধিকারী।

এই আয়াত সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তাহার জওয়াব—প্রশ্নটিই এই—প্রথম আয়াতে 'আহাদ' শব্দটিকে আল্‌ শূন্য নাকিরা (نـكرة) রূপে প্রকাশ করিয়া এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, ইহার ভাবটি অনির্দিষ্ট ও অজানা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে 'আস্‌-সামাদ' শব্দটিকে আল্‌ যুক্ত মা'রিফা (معرفـة) রূপে প্রকাশ করিয়া এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, ইহার অর্থটি নির্দিষ্ট ও পরিচিত। ইহাদের মধ্যে এই তারতম্যের কারণ কি ?

জওয়াব—'আহাদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সাধারণের পক্ষে মোটেই সহজবোধ্য নয় ; বরং বলা যাইতে পারে যে, উহার অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকে যাহা কিছু বুঝিয়া থাকে তাহা তাহারা বিষয়টিকে খণ্ড-খণ্ড, অংশ-অংশ ও ভাগ-ভাগ করিয়াই বুঝে। অর্থাৎ তাহারা বুঝে একমাত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে। তাহারা সামগ্রিক ও একক ভাবে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাই তাহাদিগকে কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝাইতে হইলে দৃষ্টান্ত ও উদাহরণযোগে বিষয়টিকে পরিদৃশ্যমান বাস্তব আকারে তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হয়। এই কারণেই তাহারা আল্লাকে সাকার রূপে কল্পনা করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া 'আহাদ' শব্দের সূক্ষ্ম ভাবটি সাধারণের পক্ষে বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। কারণ সাধারণ মানুষ 'দুই' 'তিন' ইত্যাদি সংখ্যার ধারণা ছাড়া 'এক' সংখ্যাটির ধারণা করিতে পারে না। তাহারা যে 'এক' বুঝে সেই 'এক' হইতেছে ওাহিদ ; উহা আহাদ নয়। এই কারণে 'আহাদ' শব্দটিকে আল্‌ শূন্য নাকিরার আকারে আনা হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'সামাদ' এর অর্থ ও ভাব সকলেরই ধারণায় ধরা দেয়। সকলেই বুঝে অভাব বিদূরণের জন্য শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্য। কারণ এই অর্থটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এই কারণে 'আস্‌-সামাদ' আল্‌ যুক্ত মা'রিফা আকারে আনা হইয়াছে।

আমার মতে ইহার আর একটি জওয়াব এই যে, শব্দ হিসাবে 'আহাদ' নাকিরা হইলেও অর্থের দিক দিয়া উহা মা'রিফা। কেননা ১নং নোটে 'আহাদ' এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে যে, আহাদ শব্দটি একটি অতি সুনির্দিষ্ট অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই উল্লিখিত তারতম্যের কোন প্রশ্নই উঠে না।

তাহা ছাড়া মা'রিফারূপে আস্‌সামাদ ব্যবহার করার আর একটি তাৎপর্য এই যে, ইহার ফলে 'সামাদ' এর প্রয়োগ একমাত্র আল্লার প্রতি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা হয় এবং আয়াৎটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—'একমাত্র আল্লাই সামাদ ; তিনি ছাড়া আর কেহই সামাদ নয়।

৩। لم يلد ولم يولد—**তিনি প্রজনন করেন নাই এবং প্রজাতও হন নাই**—আয়াতটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নগুলি জওয়াবসহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রথম প্রশ্ন—জীব মাত্রেই প্রথমে জাত হয় এবং তারপর প্রজনন বা প্রসব করে। কাজেই আল্লাহ তা'আলার প্রজাত হওয়ার অস্বীকৃতির কথাই স্বাভাবিকভাবে প্রথমে উল্লেখ করা সঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রজননের অস্বীকৃতির কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইল কেন ?

জওয়াব—এইরূপ করার কারণ এই যে, সেকালে কতিপয় প্রধান দলের লোকেরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রজননের অপবাদ আরোপ করিত—যথা, আরবের মুশরিকেরা বলিত, "মালাইকা হইতেছে আল্লার কন্যাকুল"। য়াহূদীরা বলিত, "উযায়র আল্লার পুত্র"। খৃষ্টানগণ বলিত, 'ঈসা আল্লার পুত্র', ইত্যাদি। কিন্তু আল্লার প্রজাত হওয়ার কথা কোন দলই স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিত না। এইভাবে প্রজননের অস্বীকৃতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় উহার উল্লেখ প্রথমে করা হইল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪। وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

৪। এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই। ৪

তারপর প্রশ্ন উঠে, তবে প্রজাত হওয়ার অস্বীকৃতির উল্লেখ করার কী প্রয়োজন ছিল। জওয়াবে বলা হয়, কোন দলই স্পষ্ট ভাষায় আল্লাকে প্রজাত বলিত না, কিন্তু কোন কোন দল প্রজাতকে আল্লার আসনে বসাইয়া থাকিত। যথা, একদল খৃষ্টান ঈসা আলায়হিস্ সলাতু অস্-সালামকে 'আল্লাহ' বলিয়া বিশ্বাস করিত। কোন প্রজাতকে আল্লাহ বলিয়া মানিয়া তাহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ প্রজাত জীব। এই কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রজাত হওয়ার কথা অস্বীকার করার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহ কর্তৃক প্রজনন অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রজাত হওয়ার কথাও অস্বীকার করা হয়। অর্থাৎ কোন প্রজাত জীব আল্লাহ হইতে পারে না এবং আল্লার অবতারও হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—'আল্লাহ প্রজনন করেন নাই' বাক্যটিতে কেবলমাত্র অতীতকালে আল্লাহ কর্তৃক প্রজননের কথা অস্বীকার করা হইয়াছে তাহাতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাঁহার প্রজননের সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে যদি لا يلد 'তিনি প্রজনন করেননা' অথবা لن يلد 'তিনি কোনক্রমেই প্রজনন করিবেন না' বলা হইত তাহা হইলে তাঁহার প্রজনন সম্পর্কে অস্বীকৃতি পূর্ণ মাত্রায় ঘোষিত হইত। তাই প্রশ্ন উঠে لن يلد বা لا يلد না বলিয়া لم يلد বলা হইল কেন?

জওয়াব—সূরা আস্-সাফ্ফাত ১৫২ আয়াতে বলা হইয়াছে, মুশরিকেরা বলে ولد الله (ওয়ালাদাল্লাহু) 'আল্লাহ প্রজনন করিয়াছেন'। তাহাদের ঐ উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ বলা হয় 'আল্লাহ প্রজনন করেন নাই'। মুশরিকদের উক্তিটি অতীতকাল ব্যঞ্জক হওয়ায় তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া প্রতিবাদেও অতীতকাল ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা প্রজনন করেনও নাই, করেনও না এবং কখনও করিবেনও না।

তৃতীয় প্রশ্ন—এখানে বলা হয়, 'তিনি প্রজনন করেন নাই'। আবার সূরাহ্ বানী ইস্রাঈল এর শেষ আয়াতে لم يتخذ ولدا 'তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই'—(সূরাহ্ ১৭ বানী ইস্রাঈল শেষ আয়াত)। এই দুই স্থলে দুই প্রকার উক্তির তাৎপর্য কী?

জওয়াব—মুশরিকেরা যেমন বলিত, 'আল্লাহ প্রজনন করিয়াছেন,' সেইরূপ তাহারা আবার বলিত, اتخذ الرحمن ولدا 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন' (সূরাহ্ ১৯ মারয়াম ৮৮)। তাহাদের প্রথম উক্তিটির প্রতিবাদ এই সূরাহ্ ইখ্লাসে এবং দ্বিতীয় উক্তিটির প্রতিবাদ সূরাহ্ বানী ইসরাঈলে করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সন্তান প্রজননের অস্বীকৃতি দ্বারা সন্তান গ্রহণের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় না। সন্তানহীন ব্যক্তি অনেক সময় অপরের সন্তানকে নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই এই সম্ভাবনাও দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সন্তান গ্রহণের প্রতিবাদও করা হইয়াছে।

৪। এই সূরার তাফসীরে ইমাম রাযী বহু সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইটি উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম আয়াতে 'আল্লাহ এক' বলিয়া দ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ, জড়বাদ ও বহু ঈশ্বরবাদের অসারতা ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় আয়াতে দুই ঈশ্বরবাদ অস্বীকার করা হয়। তৃতীয় আয়াতে য়াহুদী, খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদের মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করা হয় এবং চতুর্থ আয়াতে মূর্তি-পূজার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়। ফল কথা এই চারিটি আয়াতযোগে পৃথিবীর যাবতীয় অসার ভিত্তিহীন ধর্মের প্রতি প্রতিবাদ জানানো হয়।

সূরা আল্-কাওসার হইতে এই সূরা পর্যন্ত কোন কোন সূরার প্রথমে কেন 'কুল' শব্দ আনা হইয়াছে এবং অপরগুলির প্রথমে কেন 'কুল' শব্দ আনা হয় নাই সে সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেন:

ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকেরা যে সকল উক্তি করে তন্মধ্যে কতকগুলি ছিল আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও শানের খিলাফ এবং কতকগুলি ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

www.ahlehadeethbd.org

আলায়হি অসাল্লাম এর শান ও মর্যাদার খিলাফ। প্রথম পর্যায়ের মন্তব্যগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিবাদ করেন তাহা 'কুল' যোগে নাযিল করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ যে স্বূরাগুলিতে করা হয় সেগুলির প্রথমে 'কুল' যোগ করা হয় নাই। ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন বলিতেছেন, "হে রাসূল, তোমার সম্পর্কে তোমার দুশমনেরা যে সব বিরূপ মন্তব্য করিতেছে তাহার জওয়াব আমি নিজে নিজ মুখে দিতেছি। আর আমার সম্পর্কে তাহারা যে সব বিরূপ মন্তব্য করিতেছে তাহার জওয়াব তুমি দাও এইভাবে—হে আমার রাসূল قُلْ (কুল) বলো।

ইমাম রাযী তারপর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলেন, হে রাসূল, তাহারা তোমাকে 'আবতার' বলিয়া গালি দেয়। তাহার জওাবে আমি বলিতেছি, তোমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারীই 'আবতার'। হে রাসূল, আবু লাহাব তোমাকে গালি দিল। তাহার জওয়াবে আমি বলিতেছি, 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হইল এবং সেও ধ্বংস হইল'।

তারপর মুশরিকেরা আমাকে তাহাদের দেবদেবীর সমান আসনে বসাইয়া পালাক্রমে আমার ও তাহাদের দেবদেবীর ইবাদতের জন্য আহ্বান জানাইল। হে রাসূল, ইহার জওয়াব আমি দিব না। ইহার জওাব তুমি দাও। বলো ওহে কাফিরেরা·········।

আমি 'সোনা' তৈয়ারী' না 'কাঠের তৈয়ারী' ইত্যাদি উক্তিযোগে তাহারা আমার অবমাননা করিল। হে রাসূল, ইহার জওাব আমি দিব না। তুমিই ইহার জওাব দাও। তুমি বলো, আল্লাহ এক··· ···।

সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু-এর জীবনী

(১১শ সংখ্যার পর)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাতের পর পারস্য অভিযানে সালমান অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনি ইস্‌পাহান ও মাদায়িনে উপস্থিত হন। পরে তিনি মাদায়িনে আমীর বা গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন এবং হিজরী ৩৫ সনে (মতান্তরে ৩৬ সনে) মাদায়িনে ইন্‌তিকাল করেন।

সালমান কত বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন তাহা লইয়া বেশ মতভেদ দেখা যায়। তবে এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, দুই শত পঞ্চাশ বৎসরের কম তিনি বাঁচেন নাই। কেহ বলেন, তিনি প্রায় তিন শত বৎসর বাঁচেন এবং কেহ বলেন ৩৫০ বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন।

সালমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু অত্যন্ত যাহিদ প্রকৃতির সাহাবী ছিলেন। বায়তুল মাল হইতে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি ছিল পাঁচ হাযার দিরহাম এবং মাদায়িনের আমীর হইবার পরে তিনি তাঁহার ঐ বৃত্তি ছাড়া আমীর হিসাবে বার্ষিক বেতন পাইতেন ত্রিশ হাজার দিরহাম। এই সবের কিছুই তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেন না। সবই তিনি দান করিয়া দিতেন। তিনি মদীনার লোকদের নিকট হইতে খেজুর পাতার পাটি বুনিতে শিখেন এবং সারা জীবন—এমন কি মাদায়িনের আমীর থাকাকালেও খেজুর পাতা কিনিয়া উহা দিয়া পাটি বুনিতেন এবং ঐ পাটি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ পাইতেন তাহা হইতে নিজে খাইতেন, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইতেন এবং খয়রাতও করিতেন। সালমানকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁহার মনের অবস্থা ও চালচলন যখন এইরূপ তখন তিনি গভর্ণরী-পদ গ্রহণ করিলেন কেন? তাহাতে তিনি বলেন যে, দুইবার অস্বীকার করার পরে উমারের পীড়াপীড়িতে শেষে বাধ্য হইয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন। তাঁহার কোন বাড়ী ঘর ছিল না। গাছতলা অথবা দেওয়ালের ছায়াই তাঁহার বাসস্থান ছিল। সাহাবী জারীর একদা প্রখর গরমের দিনে 'হুনাইন' এর নিকট এক স্থানে পৌঁছিয়া দেখেন যে, একজন লোক একটি গাছের নীচে তাহার খাদ্যপূর্ণ থলিটি মাথার নীচে দিয়া এবং তাহার 'আবা' জামাটি গায়ে জড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে। জারীর লোকটিকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু লোকটির গায়ে রৌদ্র পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহার লোকজনকে আদেশ করেন ঐ লোকটির উপর কাপড় টাঙ্গাইয়া ছায়া করিতে। অনন্তর লোকে ছায়া করিতে গেলে লোকটি জাগিয়া উঠে। তখন জারীর দেখেন যে, লোকটি সালমান। তখন সালমান জারীরকে এই বলিয়া উপদেশ দেন, "হে জারীর, দুন্‌য়াতে ছোট হইয়া থাক, কেননা যে ব্যক্তি দুন্‌য়াতে ছোট হইয়া থাকিবে কিয়ামাৎ দিবসে আল্লাহ তাহাকে বড় করিবেন; আর যে ব্যক্তি দুন্‌য়াতে বড় হইয়া চলে তাহাকে আল্লাহ কিয়ামাৎ দিবসে ছোট করিবেন। হে জারীর, দুন্‌য়াতে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার আখিরাতে অত্যাচারীর জন্য জাহান্নামের অন্ধকারের আকারে প্রকাশ পাইবে"। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আবুদ্‌-দারদা আনসারী ও সালমানের মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্ক করিয়া দেন। অনন্তর, সালমান মাদায়িনে থাকাকালে আবুদ্‌ দারদা বায়তুল-মকদিসে অত্যন্ত শান শওকতের সহিত বাস করিতেছিলেন। আবুদ-দারদা পত্রযোগে সালমানকে বায়তুল্‌-মকদিস যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাহার উত্তরে সালমান লেখেন "আরয্‌-মুকাদ্দাসাহ অর্থাৎ পাকভূমি কাহাকেও পাক করিতে পারে না। মানুষের একমাত্র আমলই তাহাকে পাক করে। জানিতে পারিলাম তুমি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যদি সত্য সত্যই লোকদের রোগমুক্ত করিয়া থাক তবে তো ভালই, নচেৎ সাবধান, মানুষ হত্যা করিয়া জাহান্নামে যাইও না"।

একদা আবু ওয়াইল সাহাবী একজন সঙ্গীসহ সালমানের নিকট গেলে সালমান বলেন, "ঘটা করিয়া খাওয়াইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যদি আমাদিগকে নিষেধ না করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ঘটা করিয়া খাওয়াইতাম।" তারপর সালমান তাঁহাদের সম্মুখে রুটি ও লবণ উপস্থিত করেন। তখন আবু ওায়িলের সঙ্গীটি বলেন, 'এই লবণের মধ্যে যদি কিছু সা'তার নামক সুগন্ধি লতাবিশেষ থাকিত তাহা

www.ahlehadeethbd.org

হইলে ভাল হইত।” তখন সালমান তাঁহার উযূর পাত্রটি দিয়া একজন লোককে দোকানে পাঠান। সে উহা বন্ধক রাখিয়া কিছু সাত্তার লইয়া আসে।

আহারান্তে যে লোকটি এই বলিয়া আল্লার শুকরীয়া প্রকাশ করিল, “আল্লার প্রশংসা; তিনি আমাদিগকে যে রিযক দিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন।” ইহা শুনিয়া সালমান বলেন, “তুমি যদি আল্লাহ যে রিযক দিয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে তাহা হইলে আমার উযূর পাত্রটি বন্ধকে যাইত না।”

সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু পোষাক বলিতে একটি মাত্র পশমী আবা রাখিতেন। উহার অর্ধেকটি তিনি পরিতেন ও অর্ধেকটি পেঁচাইয়া শুইতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সালমান কোন ঘরে বাস করিতেন না। অবশেষে এক জন লোক তাঁহাকে বলিল যে, তিনি যদি রাযী হন তাহা হইলে সে তাঁহার মনোমত একটি ঘর তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। সালমান ঐ ঘরের বিবরণ জানিতে চাহিলে সে বলে, দাঁড়াইলে মাথা ছাদে ঠেকিবে এবং শুইলে পা দেওয়ালে ঠেকিবে। সালমান তাহাতে রাযী হইলে তাঁহার জন্য ঐরূপ সাড়ে তিন হাত চেয়েও কম উঁচু ও কম লম্বা একটি ঘর তৈয়ার করা হয় এবং পরে তিনি ঐ ঘরে বাস করিতে থাকেন।

সালমান বিবাহ করেন কিন্দাহ গোত্রের এক মহিলাকে। বিবাহের পর তিনি সর্বপ্রথমে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে তাঁহার কথা পালন করিতে পারিবে তো। স্ত্রী সম্মতি জানাইলে তিনি তাহাকে লইয়া বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে যে, তিনি তিন কন্যা রাখিয়া ইন্তিকাল করেন।

সালমান রাযিয়া আল্লাহু আনহু ইনজীল ও কুরআন উভয় গ্রন্থেই বিশেষ ইলমের অধিকারী ছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “পূর্বের ও পরের বিবরণ সম্পর্কে সালমান অবগত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল অফুরন্ত সমুদ্রের ন্যায়।”

—প্রমাণ পঞ্জী—

সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম, মুআত্তা মালিক জামি' তিরমিযী, সুনান ইব্নু মাজাহ, ইসাবাহ, উস্দুল্‌গাবাহ, তাহযীবুৎ-তাহ্যীব, ইব্নু সা'দ-এর তাবাকাত, আবূ নু'আইম'এর আখ্বার-ইস্পাহান, আল্‌-ইস্‌তি'আব, মারাসিদুল্‌-ইত্তিলা', 'য়াকূৎ'এর মু'জামুল্‌-বুল্‌দান, 'ইসতাখ্রী'এর মাসালিকুল মামালিক, Encyclopaedia of Islam ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ যুসুফ দেওবন্দী ॥

(٢٢-٧) حدثنا محمد بن بشار انا بشر بن الوضاح انا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة العوفي قال سألت ابا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة .

(২২—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান বিশ্র ইব্নুল ওয়াযযাহ্, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ 'আকীল আদ-দাওরাকী, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আবূ নাযরাহ্ আল্-'আওফী, হইতে তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর খাতাম সম্পর্কে অর্থাৎ পায়গাম্বারীর খাতাম সম্পর্কে আবূ সা'ঈদ খুদরীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহা তাঁহার পিঠে একটি উদগত মাংসখণ্ডবিশেষ ছিল।

(٢٣-٨) حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلي البصري

(২৩—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবুল্-আশ্আস আহমাদ ইব্নুল্-মিক্দাম আল্ 'ইজ্লী আল্-বাস্রী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস

(২২—৭) **আবূ 'আকীল আদ্—দাওরাকী**—পারস্যের অন্তর্গত দাওরাক শহরের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে দাওরাকী বলা হয়। তাঁহার নাম 'বাশীর'; পিতার নাম 'উকবাহ' (بشير بن عقبة)।

ابو نضرة العوفي—আবূ নাযরাহ আল 'আওফী—তাঁহার নাম আল-মুন্যির, পিতার নাম মালিক, পিতামহের নাম কুত্'আহ (المنذر بن مالك بن قطعة) আবদু কাইস গোত্রের একটি শাখার নাম 'আওফাহ; সেই শাখায় জন্ম বলিয়া তাঁহাকে 'আওফী বলা হয়। কেহ কেহ শব্দটিকে 'উফী পড়েন এবং বলেন যে, বাসরাহ শহরের 'উফাহ নামক মহল্লায় জন্ম বলিয়া তাঁহাকে 'উফী বলা হয়।

আবু সাঈদ আল্-খুদ্রী—নাম সা'দ, পিতার নাম মালিক (سعد بن مالك) কিন্তু উপনাম আবূ সা'ঈদ বলিয়াই তিনি সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আনসারীদের মধ্যে খুদ্রাহ নামে একটি শাখা ছিল। সেই শাখার লোক বলিয়া তিনি আল-খুদ্রী নামে পরিচিত হন। তিনি একজন গণ্যমান্য সাহাবী ছিলেন। হিজরী ৭৪ সনে ৮৪ বৎসর বয়সে মাদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং মাদীনার বাকী' গোরস্থানে সমাহিত হন।

(২৩—৮) **আবুল্ আশ্'আস আল্-'ইজলী আল্ বাস্রী**—আহমাদ ইব্নুল মিক্দাম এর উপনাম আবুল-আশ'আস। কোন কোন রিওয়ায়াতে তাঁহার উপনাম হিসাবে আবুশ-শা'সা' পাওয়া যায়। 'বানূ 'ইজল' গোত্রের লোক বলিয়া তাঁহাকে 'ইজলী এবং বাস্রাহ নগরের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে বাস্রী বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ أَتَيْتُ
رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم وَهُــوَ
فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهٖ فَدُرْتُ هٰـكَذَا
مِنْ خَلْفِهٖ فَعَرَفَ الَّذِيْ أُرِيْدُ فَأَلْقَى
الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهٖ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ
الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهَا

জানান হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন ‘আসিম আল-আহ্‌ওয়াল হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সর্‌জিস হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার কয়েকজন সাহাবীর মাঝে থাকা অবস্থায় আমি তাঁহার নিকট যাই। অতঃপর, আমি এইভাবে ঘুরিয়া তাঁহার পশ্চাতে গিয়া হাযির হই। তখন তিনি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝিতে পারিয়া নিজ পিঠ হইতে চাদরটি নামাইয়া দেন। তখন আমি তাঁহার দুই কাঁধের উপরে খাতাম এর স্থানটি দেখিতে পাই। উহার আকৃতি ছিল মুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলির মত

হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ—হাম্মাদ ছিলেন দুই জন। অপরজন ছিলেন হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ।

আসিম আল্‌-আহ্‌ওয়াল—তাঁহার উপনাম আবু ‘আবদির রাহমান ও পিতার নাম সুলায়মান। তিনি মাদায়িন এর কাযী ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস—‘সারজাস’ ও বলা হয়। নাম ও আরব শব্দ হওয়ায় উহা গায়র মুন্‌সরিফ।

ناس (নাস)—কোন কোন রিওয়ায়াতে উনাস (اناس) আছে। অর্থ একই।

فدرت هكذا ...... আমি এই ভাবে ঘুরিয়া......। “এই ভাবে” বলিয়া তিনি ঘুরিয়া দেখান কী ভাবে তিনি ঘুরিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছি। অথবা ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি মসজিদুন্‌-নাবীর মধ্যে বসিয়া এই হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন এবং এই কথা বলিবার সময় তিনি আঙ্গুল দিয়া ইশারা করিয়া দেখাইয়া দেন যে, তিনি ঐ স্থানে ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ স্থানে ঐ দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন, আর তিনি ঐ দিক দিয়া ঘুরিয়া তাঁহার পশ্চাতে গিয়া হাযির হন।

فعرف الذى اريد—তিনি আমার মনো- বাঞ্ছা বুঝিলেন। তিনি তাঁহার নুবুওতের আলোকে বুঝিলেন অথবা ঐ সাহাবীর ঘুরিয়া পশ্চাতে যাওয়া ও তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন।

على كتفيه—তাঁহার দুই কাঁধের উপরে। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে ‘তাঁহার এক কাঁধের উপরে’। আবার কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে-‘তাঁহার দুই কাঁধের মাঝে’। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নুবুওতের এই দৈহিক আলামাৎটি ছিল বাম কাঁধের কিছু নীচে, বাম বাহুর শেষে যে চেপ্টা হাড়টি আছে তাহার মূল স্থানে, হৃৎপিণ্ডটির বরাবর পশ্চাতে। উহার অবস্থান মোটা-মুটি ভাবে দুই কাঁধের মধ্যে পড়ে বলিয়া ‘দুই কাঁধের মাঝে’ এবং বিশেষ ভাবে এক কাঁধের নীচে পড়ে বলিয়া ‘এক কাঁধে’ বলা হইয়াছে।

مثل الجمع—আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিলে যে আকার হয় নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নুবুওতের ঐ আলামৎটি উহার মত ছিল। এই অধ্যায়ে নুবুওতের ঐ ছাপটিকে কোন হাদীসে কাদাখোঁচা বা খঞ্জন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং উহার চতুষ্পার্শে কতকগুলি এমন তিল ছিল যাহা ছিল আঁচিলের মত। তারপর, আমি তাঁহার পশ্চাৎ হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহার সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হে আল্লার রাসূল, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" তখন তিনি বলিলেন, "এবং তোমাকে (ক্ষমা করুন)।" তারপর লোকে আমাকে বলিতে লাগিল, (তুমি বড়ই ভাগ্যবান!) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তোমার জন্য মাগফিরাতের দু আ করিলেন।" তখন তিনি বলেন

خیلان كـأنها ثـآليل، فرجعت حتى

استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول

الله فقال ولـك، فقال القوم استغفر

لـك رسول الله صلى الله عليه وسلم

পাখীর ডিমের মত, কোন হাদীসে কবুতরের ডিমের মত এবং কোন হাদীসে চাঁদোয়ার ঝালরের গোলকের মত এবং কোন হাদীসে পুঞ্জীভূত কয়েকটি চুল বলা হইয়াছে। যিনি 'পুঞ্জীভূত চুল' বলেন তিনি চোখে দেখেন নাই; হাতে অনুভব করিয়া বলিয়াছেন। আর এই হাদীসে বলা হয় 'মুষ্টির' মত। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠে এই সাদৃশ্য আকার হিসাবেও হইতে পারে এবং পরিমাপ হিসাবেও হইতে পারে। কেহ কেহ এই সাদৃশ্যকে পরিমাপ হিসাবে ধরিয়া বলেন যে, উহা কখনো ছোট হইত এবং কখনো বড় হইত। তাই যিনি যত বড় দেখিয়াছেন তিনি সেইরূপই বলিয়াছেন। অপর দল বলেন যে, পরিমাপ হিসাবে এই সাদৃশ্য দেওয়া হয় নাই; বরং আকৃতি হিসাবে এই সাদৃশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ আবটি কমলা লেবুর ন্যায় গোল ছিল না বরং উহার আকার ছিল ডিমের মত; দুই প্রান্তে কম ও মাঝে বেশী প্রশস্ত অথচ গোলাকার। মুষ্টির মত বলিয়া তাহাই বুঝানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অতিরিক্ত জানানো হইয়াছে যে, উহা ডিমের মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমতল ও মসৃণ ছিল না—বরং মুষ্টির মধ্যে আঙ্গুলের ফাঁকগুলি যেমন একটু নীচু থাকে সেইরূপ ঐ ছাপটিতেও রেখার মত নীচু স্থানও ছিল। এই হাদীসটিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐ মূল আবটির চারিপাশে আঁচিল ছিল। বড় আকারের বহু আচিলে সাধারণতঃ চুল হইয়া থাকে। যিনি পুঞ্জীভূত চুল বলিয়াছেন তাঁহার হাত সম্ভবতঃ আচিলগুলির চুলের উপর পড়িয়াছিল। পরিমাপ হিসাবে সাদৃশ্য ধরা অস্বাভাবিক ও কষ্টকল্পিত আর আকৃতি হিসাবে সাদৃশ্যের তাৎপর্য গ্রহণই স্বাভাবিক।

খাতামুন্ নুবুওৎ সম্পর্কে প্রয়োজন বোধে আরও দুইটি বিষয় আলোচনা করা হইতেছে। একটি বিষয় হইতেছে উহার বিকাশ কাল। এ ব্যাপারে চারিটি মত পাওয়া যায়। কেহ বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ চিহ্নসহ ভূমিষ্ঠ হন; কেহ বলেন ভূমিষ্ঠ হইবার পরে পরেই উহা দেখা দিতে থাকে; কেহ বলেন বাল্যকালে তাঁহার বক্ষবিদারণের পরে উহা উদ্ভূত হয়; আবার কেহ বলেন যখন নুবুওৎ দেওয়া হয় তখন উহা প্রকাশ পায়। ইমাম ইবন হাজার ও ইমাম 'আয়াষ বলেন যে, বাল্যকালে বক্ষ বিদারণের পরেই উহা উদ্ভূত হয়।

এক প্রকার লোক এমন আছেন যাহারা তাঁহাদের নাবী ইমাম, পীর, ঠাকুর ও বুযুর্গদের প্রত্যেকটি আচরণে অলৌকিকতা আবিষ্কার করিতে সর্বদা তৎপর থাকেন। আবার এক দল লোক ঠিক তাঁহাদের বিপরীত রহিয়াছে। এই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছে ইসলাম। চরম ভাবপ্রবণ লোকেরা গুমরাহীর পর্যায়ে গিয়া পৌছে এবং উহার চরম বিপরীত পন্থীরা পড়ে অবিশ্বাসীদের পর্যায়ে। এক দল ভাবপ্রবণ লোক তাই আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الاية -

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات

"হাঁ; (তিনি আমার জন্য মাগ্‌ফিরাতের দু'আ করেন, কিন্তু ইহাতে তো আমার কোনই বিশেষত্ব নাই কারণ তিনি) তোমাদের জন্যও (মাগফেরাতের দুআ করেন)। তার পর তিনি এই আয়াৎ তিলাওাৎ করেন:—"আর হে রাসূল, তুমি তোমার সম্ভাব্য অপরাধের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীলোকদের জন্য মাগ্‌ফিরাতের দু'আ করো।"

প্রশ্ন উঠে তবে এই ধরণের উক্তির উদ্ভব হইল কী করিয়া? এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আমার মনে যাহা উদয় হয় তাহা এইরূপ—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পিঠের এই দৈহিক আলামৎটিকে বলা হয় মুবুওতের খাতাম। আর তাঁহার আংটিকে বলা হয় নাবীর খাতাম। উভয়েরই নাম খাতাম। তাঁহার আংটি খাতামের উপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা থাকা সর্ব্ববাদীসম্মত। অলৌকিক-প্রবণেরা নাবীর খাতাম ও নবুওতের খাতাম এই দুইয়ের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া একটির লেখা অপরটির প্রতি আরোপ করিবার প্রয়াস পান। সম্ভবতঃ এই প্রকার ভাব-প্রবণদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন—

لا تطروني كما اطرت اليهود والنصرى

انبياءهم ٠

"য়াহূদী ও খৃষ্টানগণ তাহাদের নাবীদের প্রশংসায় যেমন বাড়াবাড়ি করিয়াছে তোমরা আমার প্রশংসায় সেইরূপ বাড়াবাড়ি করিও না।"

বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, নবুওতের ঐ দৈহিক ছাপটির উপরে লেখা ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তাঁহাদিগকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, উহা দেখিবার পরে তো কেহই কাফির থাকিতে পারিত না তবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তামাম কাফির মুশরিককে উহা দেখাইয়াই তো তাহাদের সকলকে ইসলামে আনিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি এবং তাঁহার সাহাবীগণ শত্রুতা ও বিড়ম্বনায় পড়িতে গেলেন কেন? তখন তাঁহারা বলেন, সকল সময়ে উহা দেখা যাইত না এবং দেখা গেলেও কেহ দেখিতে পাইত, কেহ দেখিতে পাইত না। তাঁহাদের উক্তিটি কোন ভণ্ডের কা'বাঘর দেখাইবার মতই এক ভণ্ড বলিয়াছিল যে, সে দূরদূরান্তে অবস্থিত কা'বাঘরটি নিজেও দেখিতে পায় এবং অপরকেও দেখাইতে পারে যদি ঐ অপর লোকটি জারজ না হয়। ফল কথা, ঐ ছাপটির উপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বা অপর কিছু লেখা থাকার উক্তিটি সম্পূর্ণ অমূলক ও একেবারে ভিত্তিহীন। উহার উপরে কিছুই লেখা ছিল না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[তৃতীয় অধ্যায়]

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর কেশ সম্পর্কে হাদীস

(٢٤—١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلٰى نِصْفِ أُذُنَيْهِ •

(২৪—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আলীই ইব্নু হুজর্, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্মা'ঈল ইব্নু ইব্রাহীম, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন হুমাইদ্ হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আনাস ইব্নু মালিক হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার চুল তাঁহার দুই কানের মধ্য পর্যন্ত লম্বা থাকিত।

(٢٥—٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَكَانَ لَهٗ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ

(২৫—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ ইব্নুস্ সারীই, তিনি বলেন আমাদিগকে জানান 'আবদুর্ রাহমান ইব্নু আবুয্-যিনাদ, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন হিশাম ইব্নু 'উর্ওয়াহ্ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা 'উর্ওয়াহ্ হইতে, তিনি (তাঁহার খালা) 'আয়িশাহ্ হইতে, তিনি বলেন আমি এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম (এক সঙ্গে) একই পাত্র হইতে (পানি লইয়া) গোসল করিতাম। আর তাঁহার চুল ছিল জুম্মাহ এর উর্ধে ও অফ্রাহ এর নীচে অর্থাৎ কর্ণমূল ও কাঁধের মাঝে।

(২৪—১) এই হাদীসটি সাহীহ মুসলিম হাদীসগ্রন্থের ২।২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। نصف اذنيه — কোন রিওয়ায়াতে نصف اذنه (দ্বিবচন স্থলে এক বচন) এবং এই অধ্যায়েই ৬ নং হাদীসে প্রথম শব্দটি বহু বচন انصاف আসিয়াছে। এ সবের কারণে অর্থের কোন তারতম্য হয় না। এই অধ্যায়ের ১, ২, ৩, ৪, ও ৬নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুলের দীর্ঘতা সম্পর্কে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার বিশ্লেষণের জন্য প্রথম অধ্যায়ের ৩নং হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য।

(২৫—২) এই হাদীসটি সুনান আবু দাউদ ২।২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হাদীসের মাতানে (মূল বচনে) তারতম্য রহিয়াছে। উহা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। فوق الجمة ودون الوفرة এই অংশ সুনান আবু দাউদে ইহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে

فوق الوفرة دون الجمة

www.ahlehadeethbd.org

(٢٦—٣) حدثنا احمد بن منيع انا ابو قطن نا شعبة عن ابى اسحق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة اذنيه ٠

(২৬—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্মাদ ইব্নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ কাত্বান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ্, তিনি রিওয়ায়ৎ করেন আবূ ইস্হাক হইতে, তিনি রিওয়ায়ৎ করেন বারা' ইব্নু 'আযিব হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মধ্যম উচ্চ ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ (সাধারণের তুলনায়) কিছু দূরবর্তী অর্থাৎ প্রশস্ত ছিল। তাঁহার স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত কেশদাম তাঁহার উভয় কর্ণমূলে আঘাত করিতে থাকিত।

এখানে মশা ও তাঁহার উর্ধের প্রাণীর কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে 'ক্ষুদ্রত্বে মশার উর্ধে' অর্থাৎ মশার চেয়েও ছোট। সেইরূপ আবূ দাউদের হাদীসটিতে 'অফ্রাহ্-এর উর্ধ' অংশের তাৎপর্য হইতেছে 'দীর্ঘে উহার উর্ধে'— অবস্থান হিসাবে উর্ধ নয়। বরং 'অবস্থান হিসাবে নীচে'।

(২৬—৩) এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ৩নং হাদীস এবং এই হাদীস একই। তবে ইমাম তিরমিযীর শায়খ এবং ঐ শায়খের শায়খ উভয় হাদীসে এক নন। তাহা ছাড়া মূল বচনেও সামান্য তারতম্য রহিয়াছে। পূর্বের হাদীসের الى شحمة স্থলে এখানে تضرب شحمة রহিয়াছে। যাহা হৌক, উভয়ের তাৎপর্য একই; অর্থাৎ তাঁহার প্রধান কেশগুচ্ছ উভয় কানের লতি পর্যন্ত বিশেষ ঘন ছিল এবং দুই কাঁধ পর্যন্ত বাড়ন্ত চুলগুলি অল্প ও পাতলা থাকিত।

অর্থাৎ এখানে বলা হইয়াছে 'জুম্মার উর্ধ অফ্রার নীচে' আর আবূ দাউদে বলা হইয়াছে 'অফরার উর্ধে জুম্মার নীচে'।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কান্ পর্যন্ত লম্বা চুলকে বলা হয় অফরাহ্; মাঝ ঘাড় পর্যন্ত বিলম্বিত হইলে উহাকে বলা হয় লিম্মাহ্ এবং কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হইলে বলা হয় জুম্মাহ্।

উল্লিখিত হাদীস দুইটির সমন্বয় করা হয় এই ভাবে। শামায়িলের এই হাদীসটিতে চুলের স্থান বলা হইয়াছে। অপর কথায় বলিতে গেলে ইহার তরজমা দাঁড়ায় 'কাঁধের উপরে কানের নীচে' অর্থাৎ মাঝ ঘাড় পর্যন্ত। আর আবূ দাউদের হাদীসটিতে বলা হইয়াছে চুলের পরিমাণ ও দীর্ঘতা হিসাবে। অপর কথায় বলিতে গেলে উহার তরজমা দাঁড়ায়, "অফরার চেয়ে বেশী এবং জুম্মার চেয়ে কম" বা 'অফরার চেয়ে দীর্ঘতর ও জুম্মার চেয়ে খর্ব।"

ইহার একটি নযীর হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম— مثلا ما بعوضة فما فوقها

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী
আনুবাদ : মোহাম্মদ আব্দুছ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৫১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারীখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইত্তেহাদী পরিষদে চীনের প্রতিনিধি রিপোর্ট পেশ করেছেন যে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চীনে দেড় কোটি জমিদারকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে।—আনজাম, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১ ইং।

জীবিকার বিধ্বস্তি : সমাজবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষদেরকে পুঁজিবাদীদের জুলুম-শোষণ থেকে নাজাত দেয়া, এজন্য সমাজবাদী রাষ্ট্র-গুলো জীবিকা অর্জনের মাধ্যমগুলোকে দখলে নিয়ে জাতীয়করণ করে ফেলে অর্থাৎ সবই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে নিয়ে আসে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা বহু পুঁজিবাদী-দের আয়ত্ব থেকে জীবনোপকরণকে এক পুঁজি-বাদীর হাতে তুলে দেয়। ফলে তারা সব পুঁজিপতিদেরকে নিশ্চিহ্ন করে এক পুঁজিপতি কম্যুনিষ্ট সরকারে রূপান্তরিত করেছে। বিভিন্ন পুঁজিপতির অবস্থিতিতে জনসাধারণের এ সুযোগ ছিল যে, এক পুঁজিপতি অত্যাচার করলে অপর পুঁজিপতির দ্বারস্থ হওয়া যেতো। কিন্তু যখন পুঁজিপতি মাত্র একজন, তখন নির্যাতিত হলে জনগণ কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? পূর্বে পুঁজি-পতিদের অত্যাচারের প্রতিকারে জনগণ বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের দ্বারস্থ হতে পারত, কিন্তু পুঁজিপতি যখন একজন এবং তিনিই স্বয়ং সরকার, তখন এ অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনই উপায় অবশিষ্ট রইলনা। পুঁজিপতি-দের অত্যাচার থেকে উদ্ধার লাভের আর একটি উপায় ছিল সংবাদপত্র ও প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা। এগুলোর মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত ও প্রতি-ফলিত করে তাদের অত্যাচার বিদূরিত করা যেতো, কিন্তু সরকার স্বয়ং যখন পুঁজিপতি তখন এও সম্ভব নয়; কারণ এসব মাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। হরতাল-ধর্মঘট করে শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারত; কিন্তু যেখানে জীবিকা স্বয়ং সরকারের হাতে সেখানে হরতালের তো প্রশ্নই উঠে না, হরতাল অবস্থায় ধর্মঘটীরা খাবে কোত্থেকে? প্রকাশ্যে সমাজবাদী আন্দোলনকে শ্রমিক আন্দোলন নাম দেয়া হলেও শ্রমিকদের শ্রমার্জিত লভ্যাংশের শত-করা তিন ভাগ মাত্র তাদের ভাগ্যে জুটে, আর অবশিষ্ট (শতকরা ৯৭ ভাগ) আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি কম্যুনিষ্ট সরকার।—দেখুন, "পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ" ৫৩ পৃষ্ঠা।

সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক :—সমাজবাদ স্বভাবতঃই সামাজিক উন্নয়নের পরিপন্থী। ব্যক্তি-গত লাভের আকর্ষণের উপর সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি। কাজের আগ্রহ ও শ্রমের দ্বারাই সমাজ জীবনের উন্নয়ন ঘটে থাকে। ব্যক্তিগত মালি-কানা, ব্যক্তিগত মোনাফা এবং ব্যক্তিগত উপকার এমন বস্তু যার জন্য মানুষ শ্রম স্বীকারে অন্তরে অনুপ্রেরণা বোধ করে। স্বভাবতঃই প্রতিটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষের ইচ্ছা যেন সে অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক শ্রম স্বীকার করেও বেশী লাভবান হতে পারে এবং নিজস্ব সম্পদকে আরও বর্ধিত করতে পারে। যদি এ আগ্রহের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় এবং শ্রমার্জিত অর্থ ও সম্পদ যদি সরকার বা রাষ্ট্র অধিকার করে নেয় তা হলে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যবাধকতায় শ্রম অবশ্য করবে, কিন্তু নিজ সম্পদকে বাড়াবার আগ্রহে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম অপেক্ষা এ শ্রম হবে কম আন্তরিক। শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা সরকার করলেও মন পরিতৃপ্ত হবে না। কারণ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জীবিকার লালসাই সম্পদ ও জীবিকার্জনের প্রকৃত প্রেরণা নয়; বরং আসল প্রেরণা অধিকৃত সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ। এই ভুল বুঝতে পেরেই সমাজবাদী ব্যবস্থা কম্যুনিজমের পুরাতন দর্শনের সংশোধন করে কম্যুনিষ্ট দেশে কতকটা ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছে। স্বভাব-বিরুদ্ধ আন্দোলনগুলোর পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে।

সমাজবাদ হচ্ছে মানবীয় মর্য্যাদার ভাঙ্গন:— মানুষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতায়। স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ মানবীয় মর্য্যাদার স্তর থেকে নীচে নেমে পশু বনে যায়। পশুত্বের জীবন কি? পশু, যেমন—ঘোড়া, গরু নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না—তারা আমাদের ইচ্ছামত চলে থাকে। তাদের থেকে আমরা যে কাজ আদায় করতে চাই তাই তারা করে যায়; তবেই আমরা তাদের ঘাস-পানি খাইয়ে থাকি। সমাজবাদ জনসাধারণের কাছ থেকে ঠিক সেইভাবে কাজ আদায় করে যেমন মানুষ পশুদের থেকে আদায় করে থাকে; তাই সমাজবাদী সরকার মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে থাকে যেমন মানুষ তার পালিত পশুর খাবার ব্যবস্থা করে। সমাজবাদী রাষ্ট্রের সামনে মানুষের চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা তারি তার নিজের ইচ্ছা খতম হয়ে যায়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পূরণ করাই হয় তার জীবনের উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় সে মানুষরূপী পশু হয়ে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাজ করে যায় এবং এর বিনিময়ে আহার-পোষাক লাভ করে থাকে। সমাজবাদ আল্লার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষমতাসীন কতিপয় ব্যক্তিকে প্রভু বলে স্বীকার করতে উৎসাহ দেয়। এরা খোদাদ্রোহিতায় প্ররোচণা যোগায় এবং নিজেদের ন্যায় দুর্বল কল্পিত খোদার অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানায়। এ দ্বিবিধ প্রভুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান। প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবিকা প্রদান করেন আর এই কল্পিত কৃত্রিম খোদারা আহার দিয়ে প্রাণ কেড়ে নেয়। প্রাণের অর্থ মানুষের মনুষ্যত্ব তার মানবীয় মর্যাদা।

آں خدا نانے دہد جانے دہد —
ایں خدا نانے دہد جانے برد
آں خدا یکتا است ایں صد پارۂ —
آں ہمہ چارہ وایں بے چارۂ —

"ঐ খোদা জীবন ও জীবিকা দিয়ে থাকেন আর এই (কল্পিত) খোদা জীবিকা দেন কিন্তু প্রাণ সংহার করেন—ঐ খোদা একক আর এরা শতধা বিভক্ত; ঐ খোদা সকলের আশ্রয় আর এরা বেচারা—আশ্রয়হীন!"

সমাজবাদের ভিত্তি হচ্ছে নেতীর উপর—অস্তির উপর নয়। সত্যকথা এই যে, নেতীর ভিতরে মনের শান্তি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত খোদার স্বীকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ শান্তি সুদূরপরাহত। কারণ অন্তরের নির্ভরস্থল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হচ্ছে তার স্রষ্টা। এই নির্ভর উঠে গেলে মানুষের দুঃখ ও বিপদসঙ্কুল জীবনের জন্য কোন নির্ভরস্থল কিছুই থাকে না। আল্লামা ইকবালের কথায় সমাজবাদের অবস্থা হচ্ছে এই :

کردہ ام اندر مقاماتش نگہ —
لا سلاطین لا کلیسا لا الہ —
فکر او در تند باد لا بماند —
مرکب خود را سوئے الا نراند —

"তার (কম্যুনিজমের) পরিবেশের মধ্যে আমি দৃষ্টি করলাম—নাই সুলতান, নাই ধর্মমন্দির, নাই আল্লাহ। তার চিন্তাধারা 'লা' (না) এর ঘূর্ণিঝড়ে ঘুরছে—সে তার বাহনকে ('লা' এর বিপরীত) 'ইল্লা' এর দিকে পরিচালিত করেনি।"

গভীর দৃষ্টিতে দেখলে সমাজবাদের ত্রিবিধ নেতীর স্তম্ভও ভ্রান্তির উপর দণ্ডায়মান। 'লা-ইলাহা' এর মধ্যে শক্তিমান প্রকৃত প্রভুর অস্বীকৃতি রয়েছে, কিন্তু দুর্বল, অসমর্থ ও ধ্বংসশীল মানুষের প্রভুত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। অনুরূপভাবে 'লা-সালাতীন' এ ছোট ছোট শাসকের ইনকার রয়েছে, কিন্তু সমাজবাদে 'রাষ্ট্র শাসক' নামীয় এক বড় শাসকের শাসনের স্বীকৃতি রয়েছে। 'লা-কালীছা' এর মধ্যে ধর্মের অর্থাৎ প্রকৃত ও আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মের অস্বীকৃতি রয়েছে; কিন্তু কল্পিত এক মানব ধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে যা হচ্ছে সমাজবাদের মূলনীতি; এগুলোকে সমাজবাদীরা ধর্মের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের জীবনের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে।

সমাজবাদ মানবীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম :— সমাজবাদী চিন্তানায়কদের দর্শনের সারৎসার হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কৃত্রিম সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, যদিও এটা শুধু একটা প্রোপাগাণ্ডা মাত্র; আসলে এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। 'ফ্রিডম ফার্ষ্ট' পুস্তিকার নিম্নোক্ত রিপোর্ট কোয়েটা থেকে প্রকাশিত 'পাসবান' ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ ইং সংখ্যায় প্রকাশলাভ করেছে। তা হচ্ছে এই যে, "ষ্টালিনের বার্ষিক আয় আট লাখ রুবল (অর্থাৎ পাকিস্তানী প্রায় নয় লাখ টাকা)। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনি প্রকৃত মূল্য থেকে শতকরা আশি ভাগ কম মূল্যে পেয়ে থাকেন। তাঁর অন্যান্য খরচাদি সরকার বহন করে।" এই সুবিধা ও অতিরিক্ত সুযোগ রাশিয়ার সকলেই পায় না—পেতে পারে না। এ তো হচ্ছে সমতার দাবীদার রাশিয়ার শাসক মহলের অবস্থা! কিন্তু ইসলাম জগতের খলীফা হযরত আবুবকরের (রাঃ) বার্ষিক ভাতা জনগণের পীড়াপীড়ি সত্বেও দু'হাজার দিরহাম (পাকিস্তানী প্রায় পাঁচ শ' টাকা) থেকে বর্ধিত হতে পারে নাই। সুলতান আলমগীর (মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব) সরকারী ধনভাণ্ডারকে জনগণের বলে মনে করতেন, তাই তিনি বেতন নিতেন না। তিনি সরকারী কার্য্য-ব্যস্ততা থেকে অবসর সময়টুকু কোরআন মজীদ লিখে জীবিকা লাভ করতেন। কিন্তু এই কৃত্রিম অবাস্তব সমাজবাদী তথাকথিত সমতার দাবীকে যদি স্বভাব-সম্মত মূলনীতির নিরিখে যাচাই করা হয় তাহলে দেখা যাবে উহা মানবীয় স্বভাব-সম্মত মূলনীতি বিরোধী। জীবিকা ও সম্পদ দু'ভাবে অর্জিত হতে পারে। প্রথমতঃ মানসিক শক্তি দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক শক্তি দ্বারা। লেখক, আইনজ্ঞ, মন্ত্রী, চিন্তাবিদ প্রভৃতি মানসিক শক্তি দ্বারা ধনার্জন করেন আর শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি শারীরিক শক্তিতে করে থাকে। বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ তা'আলা এই দ্বিবিধ শক্তিকে সমভাবে মানুষদের মধ্যে বণ্টন করেন নি; বরং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত হেকমতে তাতে প্রভেদ করেছেন। সব মানুষ প্রতিভা, বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের শক্তিতে সমান নয়, শারীরিক শক্তিতেও সমান নয়। কাজেই জীবিকার্জন ব্যাপারে স্বাভাবিক পার্থক্যের জন্য উহার ফলাফলেও পার্থক্য থাকবেই। কেউ বেশী অর্জন করবে, কেউ বা অপেক্ষাকৃত অল্প অর্জন করবে। এ জন্যই মানবেতিহাসে অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যাপারের ন্যায় মানুষের আর্থিক পার্থক্যও সব সময়েই ছিল এবং আজও রয়েছে। কারণ এ হচ্ছে মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ শক্তির পার্থক্যের ফলশ্রুতি। অনেক সময় দেখা যায়, দুই ছেলে পরস্পরের মধ্যে পিতার সম্পত্তি সমভাবে ভাগ করে নেয়, কিন্তু কয়েক বছর পর এক ছেলে মূল সম্পত্তিই হারিয়ে বসে, পক্ষান্তরে অপর ছেলে মূল সম্পত্তির উপর বাড়িয়ে আরও অধিক সম্পত্তির অধিকারী হয়; কারণ উভয় ছেলের স্বাভাবিক পার্থক্যের দরুণ অনুরূপ প্রভেদের সৃষ্টি হয়েছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে লভ্য সমতা বিলীন হয়ে গেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জীবিকার কৃত্রিম সমতা স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে অক্ষম। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই সমাজবাদের কৃত্রিম সমতা মানবীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ •

"ভেবে দেখ, কেমন করে মানুষের জীবিকার মধ্যে আমি কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"—আল্‌-কোরআন।

সমাজবাদ মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম : কম্যুনিজম বা সমাজবাদ মানুষের দুই স্তরে সব সময়ই শত্রুতার বীজ বপন করে, এক স্তরের মানুষকে অপরদের সাথে ঝগড়ার প্ররোচণা দেয়; যাতে করে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মানুষের পরস্পরের বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। ক্ষমতাসীনরা অপরদের খুন চুষে খাওয়াকে পুণ্য বলে মনে করে। আজকের যুগেও বিশ্বের জনপদগুলোকে (সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের) স্বভাব বিরোধী এই দুই দর্শন বড় দুইটি ব্লকে ভাগ করে দিয়েছে এবং প্রতিটি ব্লক অস্ত্র-সজ্জার প্রতিযোগিতায় অপর ব্লককে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই এটমিক যুগে এই দুই ব্লকের মধ্যে যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তা হওয়ার সুনিশ্চিত আশঙ্কা রয়েছে, তবে অধিকাংশ জনবসতি মাটির স্তূপে পর্যবসিত হবে এবং শত শত বছরের কীর্তিসমূহ স্বভাব-বিরুদ্ধ এই দুই দর্শনের সৃষ্ট যুদ্ধের কারণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

॥ ডক্টর এম, আবদুল কাদের ॥

হজরতের সামাজিক সংস্কার

প্রধানতঃ স্রষ্টার সহিত মানুষের সম্বন্ধ নির্ধারণের নাম ধর্ম। কিন্তু মানুষ পৃথিবীর জীব এবং অগণিত লোকের সহিত তাহার সংশ্রব। কাজেই ধর্মের দুইটী দিক: একটী হইল সৎকার্য দ্বারা আত্মার সদ্গতি অর্জনের মারফতে মৃত্যুর পর আত্মার সুখ শান্তি বিধান বা মোক্ষ লাভ, অপরটী হইল এই পারলৌকিক মুক্তির জন্য নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবন যাপন করিয়া সাংসারিক সুখ শান্তি অর্জন। ইসলামের মহানবী (দঃ) এই শেষোক্ত লক্ষ্য সাধনে কতদূর সফলকাম হন, তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। তাঁহার সংস্কারের মূল্য অনুধাবন করিতে হইলে তৎকালীন আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

সংযম শৃঙ্খলা ছিল সেকালের আরবদের অজ্ঞাত; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আরব জীবনের বড় অভিশাপ ও সমাজ গঠনের এক প্রবল প্রতিবন্ধক। শেখ বা গোত্রীয় সর্দারকে সর্দার করিয়া চলিলেও অন্যের হুকুম পালনে তাহারা ছিল বরাবরই নারাজ। সমাজ বা জাতি কাহাকে বলে, তাহারা তাহা জানিত না, তাহারা চিনিত শুধু কওম বা গোত্র এবং গোত্রে স্বার্থই ছিল তাহাদের পক্ষে সর্বাগ্রে।

মরুভূমির বালুকার ন্যায় তাহাদের মেজাজও সহজেই গরম হইয়া উঠিত: অনেক সময় নিতান্ত সামান্য কারণে গোত্রে গোত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ লাগিয়া যাইত এবং তাহা পুরুষানুক্রমে চলিত। শুধু একটা উটনী জখম করায় বাঁসের যুদ্ধ বাধে; ৪০ বৎসরের পূর্বে তাহা শেষ হয় নাই। ইহার চেয়েও তুচ্ছ কারণে বাধে দাহিসের যুদ্ধ এবং ইহাও কয়েক দশক ধরিয়া চলে।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ইউরোপ ছিল যখন তুষারাচ্ছন্নও মানুষের বসবাসের অযোগ্য, আরব ছিল তখন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে নদনদী শুকাইয়া গিয়া উহা উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়। দরিদ্র বলিয়া লুণ্ঠনই হয় আরবদের প্রধান উপজীবিকা। অন্যের হক বা স্বত্বাধিকারের জন্য তাহারা মাথা ঘামাইতনা। যুদ্ধবাজ বলিয়া পুত্র ছিল তাহাদের পক্ষে মূল্যবান সম্পত্তি এবং কন্যা নিরর্থক পরগাছা ও প্রত্যক্ষ বিপদের হেতু। এই অনাবশ্যক জীবটীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য তাহারা প্রায়ই তাহাকে জীবন্ত কবর দিত ও অন্য গোত্রের কন্যাদের লুটিয়া আনিত। যুদ্ধের বন্দীরা হইত তাহাদের ক্রীতদাস এবং বন্দিনীরা ক্রীতদাসী উপপত্নী। ধনবানেরা যত ইচ্ছা বিবাহ করিত ও মরজি মত তাহাদের ছুড়িয়া ফেলিত। এতীম বালিকারা প্রায়ই অভিভাবকের লালসার শিকারে পরিণত হইত। পুত্রেরা বিধবা বিমাতাদের তৈজস-পত্রের ন্যায় আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। রমণীরা যদৃচ্ছা চলাফিরা করিত, পুরুষেরা নিজেদের খোশ খেয়াল মত পরগৃহে ঢুকিত। সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন লোকদের আভিজাত্যবোধ ছিল বড় বেশী। সাধারণ লোকদের তাহারা মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতে চাহিত না। রমণী ও ক্রীতদাসদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুর্দশাই ছিল চরম। ব্যভিচার, অস্বাভাবিক পাপ, জুয়া, সুদ, মদ্যপান, তীর ছুড়িয়া ভাগ্য পরীক্ষা এবং গণক, যাদুকর ও অপদেবতায় বিশ্বাস ছিল প্রায় সার্বজনীন।

হজরত দৃশ্যতঃ এই অসম্ভব দুরবস্থার প্রতি-কারে ব্রতী হন। তিনি ঘোষণা করেন, মুসলমানেরা সব ভাই ভাই এবং নিখিল দুনিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করিতে বাধ্য। আরবে এই বাণী সম্পূর্ণ অভিনব। ইহার ফলে আরবীয় জাতিত্বের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অঙ্গ—গোত্রীয় বন্ধন বিলুপ্ত হইয়া ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, আরব জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ—গোত্রীয় যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। স্বেচ্ছায় দান না করিলে পর দ্রব্য আত্মসাৎ নিষিদ্ধ হওয়ায় লুণ্ঠনাভিযানের মূলোৎপাটিত হইল। পাঞ্জেগানা জামাতের নামাজ, জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজের বদৌলতে স্থানীয় মুসলমান ও হজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসল-মানের ঐক্য দৃঢ়তর করার ব্যবস্থা হইল। 'যিনি যত বেশী ধার্মিক, আল্লার চক্ষে তিনিই তত অধিক সম্মানিত' বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় আরব আভি-জাত্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

হজরত পৌত্তলিক আমলের বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারীর অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করিয়া রমণীর জন্য লজ্জাসুলভ পোষাকের প্রবর্তন করেন এবং তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ না করিলেও গৃহই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মত প্রকাশ করেন। পর নারী দেখিতে পুরুষেরা তাহাদের দৃষ্টি নত করিতে ও বিনানুমতিতে পরগৃহে প্রবেশ না করিতে আদিষ্ট হয়। পর্দার মারফতে নর-নারীর স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হওয়ায় নৈতিকতার মানোন্নত ও তাহাদের অশুভ সংঘর্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। অথচ পর্দার অভাবে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র বণ্টনের ত্রুটিতে পাশ্চাত্য জগত আজ সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ যুদ্ধে অর্থাৎ পারিবারিক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে উপনীত হইয়াছে। গ্রীক শিল্প সাহিত্যের ভক্ত হইলেও এ ব্যাপারে গ্রীকদের অনুসরণ না করাতেই তাহাদের এই দুর্দশা। ইসলাম শিশুহত্যা, নরবলী ও নরমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া মানবদেহের পবিত্রতা ঘোষণা করে। মুসলমানদিগকে ব্যভিচারের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়ায় এবং বিবাহিতের ব্যভিচারের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও অবিবাহিতের ব্যভিচারের জন্য ১০০ কষাঘাতের ব্যবস্থা করায় অনাদি অনন্তকালের বেশ্যাবৃত্তি ও রক্ষিতা প্রথা উঠিয়া যায়। অস্বাভা-বিক পাপের জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান হওয়ায় তাহাও অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নারী দেহের পরেই মদ ও জুয়া খেলা ছিল আরবদের পরম প্রিয়; হজরত দুইটাই বাতিল করিয়া দেন। গান ছিল তাহাদের প্রায় তুল্য প্রিয়; তিনি ইহাকেও ভ্রূকুটি করেন। রোজা নামাজ মুসলমানদিগকে বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়।

বিজিত বা বন্দীকৃত নরনারীকে হত্যা বা দাসদাসীতে পরিণত করাই ছিল পূর্বে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। হজরত বিপক্ষের রমণী ও শিশুহত্যা নিষেধ করিয়া নিষ্ক্রয় দান বা ইসলাম গ্রহণ করিলে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে পৌত্তলিক ও অগ্নি-পূজক ও জড়োপাসক এবং সর্বাবস্থায় কিতাবিয়া বিবাহের বিধান দেওয়ায় যুদ্ধে নিহত বা বিজিত জাতির দেশত্যাগী পুরুষদের পরিবারবর্গ প্রতি-

www.ahlehadeethbd.org

পালনের একটা সুরাহা হয়। বিজিত জাতিগুলিকে জিম্মী বা আশ্রিত শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইসলাম মুসলিম শোণিতে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং জিযয়া'র বিনিময়ে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরী হইতে অব্যাহতি ও ধর্ম নৈতিক স্বাধীনতা দান করে। অথচ গোড়া খৃষ্টানেরা তখন ধর্মনৈতিক মতানৈক্যের জন্য স্বধর্মের লোকদিগকেই আগুনে পোড়াইয়া মারিত। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এমন একটা সুবিধা পাইলে তাহারা সরকারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিত। বস্তুতঃ জিযয়া ছিল অমুসলমানদের জন্য একটা অতুলনীয় রক্ষা-কবচ; ইহার প্রবর্তনের ফলেই মুসলমান অমুসলমানের একত্র বাস সম্ভবপর হয়। আরবে ও আ'জমে শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ বৃহত্তর সমাজ গড়িয়া উঠে। খৃষ্টানেরা যখন পঞ্চমুখে ইসলামের মহা পয়গম্বরের নিন্দাবাদ করিয়াছিল, ইসলাম তখন যীশুখৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মের পয়গম্বরদেরও নিজস্ব বলিয়া মানিয়া লয় এবং তাঁহাদিগকে হজরতের ন্যায়ই তুল্য ভক্তি ভাজন বলিয়া স্বীকার করে; ইহারা আরও ঘোষণা করে যে, ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই এবং সমস্ত মানুষই পরস্পর সমান। ইহার ফলে অন্যান্য জাতির সহিত শান্তিতে বসবাস করার এবং মানব জাতির বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এমন অপূর্ব উদারতা বর্ণবিদ্বেষী সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতিগুলির আজিও অজ্ঞাত।

দাসত্ব প্রথা প্রাচীন জগতের সমাজ-ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাহাদের কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রধানতঃ ক্রীতদাসদের সাহায্যেই পরিচালিত হইত। তজ্জন্য ইহা একেবারে বিদূরিত করিতে না পারিলেও হজরত নানারূপে ক্রীতদাসের মুক্তিদানে উৎসাহ দেওয়ায় এবং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করায়, নিজের ন্যায় তাহাদিগকে একই খাদ্য বস্ত্র দান করায়, মাতৃক্রোড় হইতে শিশুদের ছিনাইয়া না রাখার ও মালিকের ঔরসজাত সন্তানের মাতাকে গৃহিণীর মর্য্যাদা দানের আদেশ করায় দাসত্ব প্রথা বহুল পরিমাণে সদয় ও উন্নত এবং উহার বিলোপের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরিবারভুক্ত লোক হইয়া পড়ে। গৃহকর্তা অনেক সময় তাহাদিগকে পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন ও সময় সময় নিজের কন্যা ভগিনী পর্যন্ত তাহাদের নিকট বিবাহ দিতেন। কলেমা পাঠ করিলেই তাহারা স্বাধীন হইয়া যাইত ও যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইত। কেহ কেহ প্রভুর রাজ্য ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পর্যন্ত হইত। আজাদ ক্রীতদাসেরা বড় বড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালার হাবশী ও দিল্লীর ময়জিয়া তথাকথিত দাস রাজবংশের সুলতানেরা এবং বিখ্যাত জন্নী বংশ, গজনভী বংশ ও মিসরের মামলূক সুলতানদের সকলেই মুক্ত ক্রীতদাস। জগতে ক্রীতদাসের এবম্বিধ প্রাধান্য লাভের দৃষ্টান্ত আর নাই। খৃষ্টান ইউরোপ তাহাদিগকে এইরূপ আদর যত্ন ও প্রাধান্য দানের কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেখানে ক্রীতদাসেরা আমরণ ক্রীতদাসই থাকিত, কখনও তাহাদের দাসত্ব ঘুচিত না।

ইসলাম কেবল সমাজহীন দেশে সমাজ গঠন করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনে সম্মান, প্রতিবেশী ও অপরিচিতের প্রতি সদ্ব্যবহার, আর্ত ও ঋণগ্রস্তের সাহায্য, রোগীর সেবা, নিঃস্ব ও ভিক্ষুক বিশেষতঃ দরিদ্র আত্মীয়-বান্ধবকে দান খয়রাত করার আদেশ দিয়া ও একটা পূর্ণাঙ্গ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সামাজিক আদব কায়দার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক করতঃ উহার ভিত্তি মজবুত করে। সভ্যতার ন্যায় উন্নত আচার ব্যবহারেও মুসলমানেরা ছিল তখন জগতে শ্রেষ্ঠ। সত্য কথন, প্রতিজ্ঞা পালন, সত্য সাক্ষ্য দান, সঠিকভাবে মালপত্র ওজন এবং পরের হক ও আমানত রক্ষা করার আদেশ হওয়ায় কাজ কারবারে পারস্পরিক আস্থা ও সততা ফিরিয়া আসে। খুনী, লম্পট ও চোর-ডাকাতের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়ায় সমাজের নিরাপত্তা বৃদ্ধ পায়। ওশর বা উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ কর গ্রহণের বিধান হওয়ায় প্রজারা রাজ খোশখেয়ালের হাত হইতে রক্ষা পায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বৃক্ষাদি রোপন পুণ্য কার্য বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় অর্থকরী পেশার প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বিদ্যা শিক্ষা সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় অজ্ঞ আরবেরা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া ৫০০ বৎসর ধরিয়া সভ্যতা ক্ষেত্রে জগতের নেতৃত্ব করে।

হজরত মুহাম্মদের (দঃ) ন্যায় আর কেহই এককভাবে নারী জাতির এত উন্নতি বিধান করে নাই। শিশু হত্যা ও সন্তান নিক্ষেপ(গর্ভপাত)নিষিদ্ধ হওয়ায় মেয়েরা অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। এতীমের মালের নিকটবর্তী হইতে ও তাহাদের স্বার্থহানীর আশঙ্কা থাকিলে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে অভিভাবকদের নিষেধ করিয়া, বিধবাদের বিবাহশাদীর ওয়াদা দিয়া, রমণীর হককে পবিত্র ও স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহারকারীকে উত্তম মুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তাহাদের গায়ে হাত তুলিতে নিষেধ করিয়া এবং দেন মোহর বা কাবিনের প্রবর্তন করিয়া নানা প্রকারে তিনি রমণীর স্বার্থ রক্ষা করেন ও স্বামীর খামখেয়ালী নিবারণ করেন। পুরুষের বহুগামী স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দরুন বাইবেল-বিরোধী পাশ্চাত্যের সরকারী এক বিবাহ মারাত্মকরূপে ব্যর্থ ও অবাধ বহু বিবাহ নানা দোষের আকর বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তিনিই সর্বপ্রথম বহু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া পুরুষের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক স্থাপন করেন; পক্ষান্তরে পুরুষ প্রকৃতি ও নারীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতি জাতীয় দুর্বিপাকে এবং স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসা রোগ, চির রুগ্নতা প্রভৃতি অপরিহার্য ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরের মত স্ত্রী ত্যাগ না করিয়া সমব্যবহারের কঠোর শর্তে দারান্তর গ্রহণের অনুমতি দিয়া অতিরিক্ত নারী সমস্যার সমাধান ও সুষ্ঠুভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। বহু বিবাহ ও এক বিবাহের এই সমস্যার সমাধানের কল্যাণে বিজিত জাতির পরিত্যক্তা রমণীরা বিজেতাদের পরিবারে সম্মানিত স্থান লাভ করায় সেখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাজত্ব কায়েম হয় ও আরবী ভাষা শিকড় গাড়িয়া বসে; ইহার বদৌলতেই সমগ্র বার্বার মুল্লুক (উত্তর অফ্রিকা) আজ আরবীভাষী মুসলমান। বিবাহ-আইন সংস্কারের দরুন কঠোর এক বিবাহের মারাত্মক কুফল—বেশ্যাবৃত্তি, রক্ষিতা প্রথা ও যৌনব্যাধি এবং পাশ্চাত্য জগতের সর্বপ্রধান অভিশাপ বর্ণ-বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মহাবীর নেপোলিয়ানের মতে বর্ণ বিদ্বেষ লোপের ইহাই একমাত্র উপায়।

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও সদ্বংশ বিস্তারই বিবাহ বন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ বারবণিতাদের ন্যায় বহু ভর্তৃত্ব আনে রমণীর বন্ধ্যাত্ব, বৃদ্ধি করে তাহার কামুকতা ও নির্লজ্জতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং পিতৃত্বের ঠিক না থাকায় পদে পদে ঘটায় সন্তানের অযত্ন; মাতার সহিত সহবাসকারী প্রত্যেকটি পুরুষকেই পিতৃ সম্বোধন করিতে হয় বলিয়া তাহার মন থাকে বরাবরই ছোট, বুদ্ধিবৃত্তিও কদাপি প্রখর হয় না। বহুপত্নীক পুরুষের যত পত্নী, সে বৎসরান্তে ততটী সন্তানের আশা করিতে পারে। কিন্তু বহু ভর্তৃকা রমণীর শত স্বামী থাকিলেও সে বৎসরে একাধিক সন্তানের জননী হইতে পারে না। এজন্য তিব্বতীদের ন্যায় বহু ভর্তৃক জাতিগুলি বরাবরই ক্ষয়িষ্ণু ও অনুন্নত। ইসলামে সধবা রমণীর পত্যন্তর গ্রহণের অনুমতি না থাকার ইহাই হেতু। তবে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য ও নিত্য কলহের দরুণ সংসার অনেক সময় নরকে পরিণত হয় বলিয়া তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইহার কলকাঠি স্বভাবতঃই পুরুষের হাতে থাকিলেও নানা অনুশাসন দ্বারা খামখেয়ালী তালাক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পাশ্চাত্যে যেখানে শতকরা ৩৩টী বা ততোধিক বিবাহ তালাকে পর্যবসিত হইতেছে, মুসলিম জগতে তাহার হার শতকরা ২। ৩টীর অধিক নহে। বহু বিবাহের হার আরও কম। আল্লার রছুলের মনোনয়ন অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

প্রাচীন জগতে একমাত্র রুম ও মিসর ভিন্ন কোন সভ্য দেশই নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয় নাই। পাশ্চাত্যে খোদ স্ত্রীই অদ্যাপি স্বামীর সম্পত্তি। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম তাহাকে পিতামাতা ভ্রাতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করেন; দেনমোহর ভিন্ন স্বোপার্জিত সম্পত্তিতেও তাহার অধিকার স্বীকৃত হয়। অন্যায় সূদ বন্ধ করিয়া, দান-খয়রাতের গণ্ডী প্রকাশ করিয়া ও যথাসাধ্য তাহাতে উৎসাহ দিয়া, নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পত্তির মালিকদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে ফিৎরা ও যাকাৎ আদায় করিয়া তাহা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের আদেশ দিয়া তিনি সমাজে ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। ইহা হইল হক্‌ন্নাস বা জাতির অধিকার। পক্ষান্তরে সকলকে সম্পূর্ণ সমান অধিকার দিলে লোকে সম্পত্তি অর্জনে নিরুৎসাহিত হইবে বলিয়া অর্জিত বিত্তের অধিকাংশের উপর তাহার অধিকার স্বীকৃত হয়; উহা হইল হক্‌ন্নাক্‌স বা ব্যক্তির অধিকার। ইহার ফলে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের সমন্বয় ঘটায় ইসলামী সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে। অথচ সাম্যবাদের কুফল নিবারিত হয়। বস্তুতঃ সর্বব্যাপারে মধ্য পন্থা অবলম্বনই ইসলামের মূলমন্ত্র এবং কেবল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সংঘর্ষ নিবারণ করিয়া জগতকে আর একটা বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পারে। ডক্টর উইলের ভাষায় বলিতে গেলে "সংস্কারক হিসাবে হজরত আমাদের শর্তহীন স্বীকৃতি ও সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভের যোগ্য।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

॥ আবু উবাইদ শাইখ আবদুল্লাহ নদভী ॥

বঙ্গানুবাদ সহ একটি আরবী কবিতা

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

خطاب لعامة المسلمين ولعامة العرب ومصر لاسيما لرؤسائهما ولاهل فلسطين المظلومين .

বিশ্বের সাধারণ মোসলেম জাতি এবং সাধারণ আরব ও মিসর এবং বিশেষ করিয়া আরব ও মিসরের তিন প্রধান (নাসের, ফয়সল ও হুসাইন) এবং উৎপীড়িত, নির্যাতিত ফেলেস্তীনবাসীকে সম্বোধন করা হইয়াছে—

اعداد قوتكم وخوف ربكم   سواهما لاتروا يا اهل ايمان

হে মোমেনগণ। তোমাদের শক্তি সঞ্চয় এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর ভয়—এ ছাড়া আর কিছুর দিকেই তাকাইবে না।

اهل الكتاب واهل الشرك كلهم   شر البرية حتما حكم قرآن

ইহুদ, খৃষ্টান এবং মোশরেক (পৌত্তলিক) ইহারা সকলেই সৃষ্টির সবচেয়ে বেশী বদমাইশ। ইহা কোরআনের অকাট্য নির্দেশ।

من شاقق السلم ما نالوا مرادهم   ولو سعوا بالغا خابوا بخسران

যাহারা পূর্বকালে ইসলামের শত্রুতা করিয়াছে তাহারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, যদিও তাহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াছে তাহাতেও তাহারা ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া উদ্দেশ্যে বিফল মনোরথ হইয়াছে

لاتقرعوا باب اوربا فانهم   سيدخلون جهنما بخذلان

হে মোমেনগণ। তোমরা ইউরোপবাসীর দুয়ারে আঘাত হানিয়া তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে না। কারণ তাহারা অপমান অপদস্ত হইয়া অচিরেই নরকে প্রবেশ করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

لقد احاط بكم اعداءكم لهلاكم　　　قد اجتمعوا لختم ايمان

হে মোমেনগণ! (আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে,) তোমাদের শত্রুগণ তোমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য তোমাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। ঈমানকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় কাফের একত্রিত হইয়াছে।

يا اهل عرب عليكم القتال شديد　　　لا تخافوا وقاتلوا كشجعان

(আরব ও মিসরের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় বলিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলা হইয়াছে) হে আরববাসী! ঘোরতর যুদ্ধই তোমাদের উপর ফরয হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা যুদ্ধ করিতে ভীত হইবেনা। বীরদিগের মত যুদ্ধ করিতে থাক।

فيصل ذا وحسين وجمال وغا　　　خافوا الهكم قعوا بميدان

হে আমাদের সুলতান ফয়সল, বাদশাহ হুসাইন এবং যুদ্ধের সৌন্দর্য্য মিসর-অধিপতি নাসের! তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারকে ভয় করতঃ তোমরা ময়দানে নামিয়া পড়!

تقوى الاله وذكره بكثرته　　　عند الوغا ظفر لكم بايقان

ভীষণ যুদ্ধ কালে আল্লাহ তা'লার ভয় (তাকওয়া) এবং তাঁহাকে অধিক স্মরণ করাতেই তোমাদের সুনিশ্চিত বিজয়। অর্থাৎ ঘোরতর যুদ্ধকালে আল্লাহ তা'লাকে ভয় করিয়া এবং সর্বক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধ করিলে তোমরা নিশ্চয়ই কামিয়াব ও সফলকাম হইবে।

قوم اليهود من الله فقد لعنوا　　　وهم لقد سلطوا بحبل انسان

ইহুদী জাতি, আল্লাহ তা'লার তরফ হইতে চির অভিশপ্ত জাতি। তাহারা অপর মানবের শক্তি ও আশ্রয়ে (আরব ভূমির উপর) চাপিয়া বসিয়াছে।

لقد اتوا عربا ليهلكوا عموما　　　هذا حديث مبرهن ببرهان

ইহুদগণ সাধারণভাবে ধ্বংসের জন্যই আরব ভূমিতে আসিয়াছে। ইহা প্রমাণসিদ্ধ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

انتم جمدتم لدى الحروب كلكم　　　وصرتم مثل موتى مثل عيدان

(হে আরব ও মিসরবাসী!) তোমরা যুদ্ধের সময় সকলেই জড়বৎ দাঁড়াইয়াছিলে এবং মৃত ব্যক্তি ও শুষ্ক কাষ্ঠের মত হইয়া গিয়াছিলে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

خوف اليهود شرار الناس ما اسفا ففي الحروب ثبون والعبوا بنيران

হায় আফসোস! মানবকূলের সর্বাপেক্ষা বেশী বদমাইশ ইহুদীদিগের ভয়ে ভীত তোমরা! অতঃপর তোমরা যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড় এবং আগুন লইয়া খেলা কর।

ما الضرب الا خلاص من قيودكم ومن مظالمها من اهل كفران

তোমাদের বন্দী দশা হইতে মুক্তির এবং বন্দী অবস্থায় কাফেরগণ কর্তৃক অত্যাচার উৎপীড়নের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে যুদ্ধ।

لنيل اوطانكم تحملوا كلفا في حربكم واصبروا يافتم اخوان

হে আল ফাতাহ ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের দেশ ও ঘর দুয়ার উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবিধ কষ্ট ক্লেশ ভোগ কর এবং মসীবতে ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

تهيؤا لقتال الكافرين وهم لغفلة غلبوا منا بهيجان

(হে আরব ও মিসরবাসী!) কাফেরদিগের সহিত লড়াই করিতে প্রস্তুত হও। তাহারা আমাদেরই অবহেলা ও ঔদাসিন্যের কারণে আচানক আক্রমণ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

خذوا السلاح وقاتلن واعتصموا بحبله انما ذا ظفر الان

অস্ত্র ধারণ কর এবং লড়াই কর আর খোদাওন্দ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এই গুলিই উপস্থিতক্ষেত্রে সফলতা অর্থাৎ এইগুলির দ্বারাই তোমরা সফলকাম হইবে।

وقاتلوا في سبيله بانفسكم باموالكم فالفلاح في الوغا دان

জান ও মাল দিয়া আল্লাহ তা'লার পথে লড়াই কর। অতঃপর যুদ্ধে সফলতা অতি নিকটবর্তী। অর্থাৎ জান মাল সর্বস্ব দিয়া আল্লাহ তা'লার রাহে যুদ্ধ করিলে সফলতা লাভ করা অনিবার্য্য ও অবধারিত।

نياتكم اخلصوا واظهروا عمل الجهاد وافصحوا بغير كتمان

তোমাদের মনের ইচ্ছাকে খাঁটি কর এবং জেহাদী কর্মতৎপরতা প্রদর্শন কর। আর কোন প্রকার লুকোচুরি না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ কর। (৫৯৯-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

আমপারার প্রচীনতম বাংলা তরজমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

سورة الاخلاص مكية وهى اربع ايات

* ছুরা এখলাছ—মক্কায় উতরিল ৪ আএতের *

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ -

ও মহাম্মদ বলো তুমি আল্লা সে তো এক। খাওা পেওা ঘুম জাওা সব হোতে পাক *

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

বেঁটা বেটি কিছু বি নাহিক ওহার। আর নাহি সেই ত বেটা জে কাহার *

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

নাহি সেই জরু রাখে নাহি বেরাদার। আর খেষ কড়মা কেহু নাহিক তাহার *

سورة اللهب - مكية - وهى خمس ايات

* ছুরা লাহাব, মক্কায় উতরিল, ৫ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

ভেঙ্গে গেলো দুই হাত আবি লাহাবের। আর আপে ভেঙ্গে গেলো হুকুমে রব্বের *

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

নাহি কাম এলো তার জত কিছু মাল। আর জতো কাম তার হোলো পয়মাল *

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

www.ahlehadeethbd.org

সেন্দাইবে আবি লাহাব জাইয়া এখন। দোজখের বিচে জার জলন্ত আগন *

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

আর জেই সেই জে জোরু আছে তার। কাটের বোঝা ঢুয়ে ফেরে ছেরে আপনার *

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

পোড়ে গেলো রসির ফাঁসি গলাতে ওহার। জে রসি পাকানো ছিল খেজুরের -পাতার *

॥ ফাএদা ॥

আবি লাহাব হইত চাচা হজরতের। নবীর দুস্মন ছিল বড়ই কাফের *
এক দিন রছুলেরে পাথোর ওঠাইয়া। মারিতে সে গেলো গোস্বা হৈয়া *
আল্লা তালা হাত তার বন্দ কোর দিলো। পিট পিছে পেড়ে গেলো পাথোর জেই ছিল *
তাহাতে জে এই ছুরা নাজেল হইলো। গোস্বা হৈয়া আল্লাতালা এয়ছা ফরমাইলো *
আবিলাহাবের জরু নবির চাচি তিনি। বখিলি করিয়া কাট আনিতো আপনি *
বাবলার কাঁটা কাটের সাতেতে আনিতো। রছুলের পথের মাঝে ফেলিয়া সে দিতো *
ছাহাবিরা আসা জাওা করিতো সেথায়। বাবলার কাঁটা তাদের ঢুকে জেতো পায় *
একদিন আনিতে কাষ্ট জঙ্গলেতে গেলো। অনেক কাট জমা কোরে বোজা সে বান্দিল *
আর কতো কাঁটা ফের এছা জমাইয়া। বান্দিল সে সব কাঁটা আলাদা করিয়া *
এক কেনারায় রসির কাঁটা বেন্দে লিলো। দুছরা খুটেতে কাট সকল বান্দিল *
তারপর কাষ্ট লিলো মাথায় তুলিয়া। কাঁটা গলায় বেড়ে দিয়ে দিলো ঝুলাইয়া *
আসিতে লাগিল তখন আপনার ঘরে। কাটের বোজা যায় তার মাথা হইতে সোরে *
পিট পিছে জায় তার বোজা সে পড়িয়া। বেড় দেওা রসি জায় গলায় বসিয়া *

سورة النصر - مدنية وهي ثلث ايات

* ছুরা নছর, মদিনায় উতরিল, ৩ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

আসিয়া পৌছিল জবে মদদ আল্লার। আর ফতে হইয়া গেলো মাক্কার মাঝার *

www.ahlehadeethbd.org

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا

আর জে দেখিলে তুমি লোক জে সবলে। দলে দলে আল্লার দিনে আইলো সবে চলে *

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

তবে এবে বয়ান করো কোদরত আল্লার। হামদো আর ছানা ছেফেত মুখে আনো তার *

وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

মাফ করাইয়া লহো গোনা আপনার। বে সোবা আছে সেই মাফ করনহার *

॥ ফাএদা ॥

কাফের সকল সদা মাঁগিতো ফাইছালা। ফায়ছালা লেহো এবে বলে আল্লাতালা *
মহাম্মদি দিন সেই হক পর ছিলো। মহাম্মদের হাতে ফতে মক্কা হৈয়া গেলো *

سورة الكافرون - مكية وهي ست ايات

* ছুরা কাফেরুন, মক্কায় উতরিল, ৬ আএতের *

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٭

কহো তুমি আয় মহাম্মদ সকল কাফেরে। না পুজিব আমি তারে পুজো তুমি জারে *

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ - وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ -

না পুজনে ওয়ালা তোমরা জারে পুজি মোরা। না পুজনে ওয়ালা মোরা জারে পুজ তোমরা *

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ -

না পুজনে ওয়ালা তোমরা জাকে পুজি আমি। আমার দিনে আমি থাকি তোমার দিনে তুমি *

॥ ফাএদা ॥

কাফের কহে ঝগড়ার নাহিক দরকার। বুরা না কহিবে কেহু মাবুদে কাহার *
মহাম্মদের লোক সবে মাবুদে আমার। পুজিতে থাকে ফের লোকেতে তাহার *

www.ahlehadeethbd.org

তাহার মাবুদ কেবি পুজিবো জাইয়া। এ সকল কাম করো মিলিয়া জুলিয়া *
আল্লাতালা এই ছুরা ভেজিল তখন। নাহি পুজো মোছলমান অন্ন্যারে কখন *

سورة الكوثر مكية - وهى ثلاث ايات

* ছুরা কওসর, মকায় উতরিল, আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

তোমারে দিলাম আমি হাওজ কওছর। রবের নামাজ পড়ো আর জে কোররানী কর *

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ -

আর ওই দুস্মন জেই আছে জে তোমার। বে আওলাদ বেচেরাগ সেই আছে ছারখার *

কাএদা॥

কাফের কহে মহাম্মদ আর তার কওম। মরিবার বাদে তার হবে নাম গোম *
দুনিয়ায় নাহি তার বেটা ও সনতান। কিরুপেতে রবে তার নাম ও নেসান *
আল্লাতালা এই ছুরা ভেজিল তখন। কাফের সবে কহে তোমার এমন বচন *
কেয়ামত তড়িক রবে তোমার জে নাম। উম্মত আর ফেরেস্তা নাম লিবেক তামাম *
কাওছরের পানি জেমত নাহিক শুখায়। উম্মত হৈতে নাম তেরা রহিবে বজায় *
কাফের জতো আছে নাম তাহা সবাকার। থোড়া দিনের বিচে মিটে জাইবে তাহার *

سورة الماعون - مكية - وهى سبع ايات

* ছুরা মাউন, মকায় উতরিল, ৭ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ -

তুমি তো দেখিলে জেই ঝুটলায় বিচার। ধাক্কা দেয় ওই ছাওালে বাপ নাহি জার *

www.ahlehadeethbd.org

॥ কাএদা ॥

আবু জেহেল কেয়ামতকে ঝুট সে কহিত। ভোগা দিয়ে এতিমের টাকা খেয়ে লিতো ✱
মাগিতে তাহার টাকা নাহি দেয় তারে। নেকলিয়া দেয় আর গলে ধাক্কা মারে ✱

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

আর বুরা খাছলত আছে এয়ছাই তাহার। তাকিদ নাহি করে সেই কাঙ্গালের খাবার ✱

॥ কাএদা ॥

কাঙ্গাল গরিব লোকে খেতে নাহি দেয়। অতিত দেখিলে তারে তাড়া কোরে জায় ✱

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ -

ফের হবে খারাবি ওই নামাজি সবার। নামাজে আপন খবর নাহিক জাহার ✱

॥ কাএদ ॥

নামাজ আপনার কাজা করে জেই লোকে। কিম্বা আখের অক্তেতে নামাজ পড়ে থাকে ✱
আর জেই নামাজেতে নাহি দেল লাগায়। তাড়াতাড়ি দোওা আর ছুরা পড়ে লেয় ✱
ভালো মতে নাহি করে রুকু ছজুদ আর। কোন রুপে গলা খালাছ করে আপনার ✱
কথা পুরো মুখ হইতে না আনে বাহিরে। কিছু আনে বাহির কিছু মুখের ভিতরে ✱
নামাজেতে আল্লাতালা এসব মানা করে। নহে ত খারাবি হবে ওই নামাজিরে।

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

জাহারা করিয়া থাকে দেখাবার কারোন। আর দিতে মানা করে জিনিষ ও বরতোন ✱

॥ কাএদা ॥

নামাজ আর জিনিষ করে দেখাবার কারোন। দেয় হাঁড়ি ছুরি বোঁটি বাশুন বরতন ✱
মাঁগিলে না দেয় লোকে, জদি কেহ দেয়! তাহাদেরে দিতে সেই বারোন করয় ✱
সেই সকল লোকেদের হইবে খারাবি। আল্লাতালা খবর তাহার দিলো এবি ✱
জদি চাহে লোকেতে জে ভালাই আপন। এই বুরা খাছলত ছেড়ে দে এতো এখন ✱
তবে তো ভালাই আছে তাহাদের তরে। নহে তো খারাবি বড়ো ওহার আখেরে ✱

سورة القريش مكية - وهى اربع ايات

✱ ছুরা কোরেস, মক্কায় উতরিল, ৪ আএতের ✱

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ - اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ -

মকরোর করিয়া দিলো কোরেস সকলে। ছফর করা জাড়ে আর গোরমির কালে *

॥ ফাএদা ॥

মক্কা দেসে গোরমি জাড় আছেত বহুত। এ কারোন কোরেসরা জতেক তাবত *
ইমনের দেস বিচে চলিয়া জাইতো। বেচা কেনা জাড় ভর সেথা-সে করিতো *
তাহা বাদে গোরমি কালে সাম দেসে জাইতে। ছওদাগরি গোরমি কালে সেথায় করিতো *
জাড়ের কেলেষ কম পাইত জাড়েতে। গোরমিরো দুখ কম পাইতো গোরমিতে *
এ কারোন ইমন দেশে জাড় আছে কমি। সাম সহরেতে বহুত কম আছে গোরমি *
এই ছফরের হেকমত আল্লা সেখাইল। গোরমি ও জাড়ের কেলেষ হইতে বাঁচিল *
খাদেম মক্কার তারা এদের জানিয়া। করিতো খেদমত জানো দেল লাগাইয়া *

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ -

উচিত তবে তাহাদের আছে তো এহায়। এই ঘরের ছাহেবেরে পোজে জে সবায় *

॥ ফাএদা ॥

জাড় আর গরমিতে আরাম জেই দেয়। আর এতো খাতের আর তাওাজা করায় *
এ হাতে উচিত জে তাহারা সদায়। এই ঘরের মালেকেরে পোজেতো সবায় *
মক্কারি ছববেতে ইজ্জত তোমার। উচিত তোমায় পোজা ছাহেবে তাহার *

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ -

তাদেরে জে খানা দিলো ভুকের সমায়। আর স্থির করিল জে ডরেতে সবায় *

॥ ফাএদা ॥

মক্কার ঘরের খাদিমি কোরেসে করিতো। এ কারনে সব লোক তাহারে মানিত *
হর ২ মুল্লুক হৈতে বহুত ছামানা। ভেজিত জে লোক সবে আল্লার নজরানা *
খাইতো কোরেস আর খোসাল রহিতো। এইরুপে গোজরান হামেসা করিতো *
দাঙ্গা ডাকাতি আর চুরি নামায় হোথা। আদোবেতে মক্কায় না হইতো সেথা *
জে মক্কার বাদৌলতে আরাম এতো পাও। উচিত তাহার ছাহবের তরোফ রুজু - হও *

www.ahlehadeethbd.org

سورة الفيل مكية - وهى خمس ايات

* ছুরা ফিল, মক্কায় উতরিল, ৫ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ

তুমি তো দেখিলে কি করিলে তোর রবে। হাতি ওয়ালা জতো ছিল তাদের সবে *

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ - وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ -

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ - فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ -

তাদের ডঙ সকল বাতিল করিল। আবাবিল ঝাঁকে ঝাঁক পাঠাইয়া দিলো *
ফেলিতে লাগিলো তারা কাঁকোর পাথোরের। এয়ছাই করিয়া দিলো গুড়া জে ধানের *

॥ ফাএদা ॥

বাদসা হাবসি এক এমন দেসে ছিলো। ভাঙ্গিবার তরে কাবাসরীফে গেলো *
লাকে লাক লোক আর ছিল উট হাতি। লিয়ে জায় ফৌজ বহুত আপনার সাতি *
হরমের বিচে কাবার জখন পৌছিল। আবাবিল জানওার পরে হুকুল হইল *
কাঁকোর পাথোরের তারা ফেলিতে লাগিল। ফৌজ আর হাতি ঘোড়া উট মোরে গেলো *
জতেক লস্কর ছিলো হইল এমন। চিবানি ঘাসের রহে পড়িয়া জেমন *
এমন তাছির সেই কাঁকোরেতে ছিল। জোলে পুড়ে ছারখার তাহে হোয়ে গেলো *

سورة الهمزة مكية - وهى تسع ايات

* ছুরা হোমাজা, মক্কায়, উতরিল, ৯ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

খারাবি হইবে ওই লোক সবাকার। জাহারা খুঁজিয়া বেড়ায় আএব সবার *

॥ ফাএদা ॥

ঠাট্টা গদি ঠেসা মারে মসখারি করে খুঁজে থাকে আএব আর টিটকারি মারে *
খারাবি হইবে তাহাদের সবাকার। আল্লা তালা এবে সবে করে খবরদার *

نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ -

www.ahlehadeethbd.org

জেই লোকে রাখে মাল জমা সে করিয়া। সোমার করিতে থাকে তাহারে গুনিয়া *

॥ কাএদা ॥

জাকাতের নাম শুনে মনে গোস্বা হয়। কহিলে জাকাত দিতে বাখেড়া বাদায় *

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٠

মনেতে সে ভাবে এই মাল জতো আছে। সর্ব্বদা চিরকাল রহিবে মোর কাছে *

॥ কাএদা ॥

চক্ষু বন্দ হোয়ে গেলে তাবোত পোড়ে রবে। জেথাকার ধন কড়ি সেথা ছেড়ে জাবে *

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

কেহ নহে কিন্তু ভালা জাইবেক সেই। দোজোখ বিচেতে হোতমা রাখে নাম জেই *

॥ কাএদা ॥

না দিলে জাকাত জাবে দোজোখের বিচে। সেই দোজখের নাম হোতমা জার আছে *

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ٠ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ٠ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ٠

কি বুঝিলে কার নাম সেই ত হোতমা। আল্লার সোল্‌গানো আগ আছে জেথা জমা *

এমত সে তেজি রাখে আগুন তাহার। দাখেল হইয়া জাবে-- কলেজা মাঝার *

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ٠ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ٠

কের দিবে আগুন জে বন্ধন করিয়া। আর বড়ো খুঁটিতে কের দিবে লটকাইয়া *

سورة العصر مكية ٠ وهى ثلاث آيات

* ছুরা' আছর, মকায় উতরিল, ৩ আএতের *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ٠ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٠ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٠

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

বঙ্গানুবাদ সহ একটি আরবী কবিতা

(৫৯০-এর পাতার পর)

اي بالميادين للوغا بثورتكم   بلا انتظار المنا بغير حسبان

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্রগতিতে বিনা দ্বিধায় সফলতার আশা সম্পর্কে বে-পরওয়া হইয়া নাবিয়া পড়।

ثوروا بأجمعكم من وجه أولهم   وربنا تجدوا إحسان منان

শত্রুকুলের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করার পূর্বেই সকলেই সমবেতভাবে ঝাপাইয়া পড়। আল্লার কসম! তোমরা অনুগ্রহকারী খোদা ওন্দ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ লাভ করিবে।

موتوا على السلم في الوغا بلا خطر   فيه نجاتكم بغير حرمان

- যুদ্ধে বিনা দ্বিধায় নিশ্চিন্ত চিত্তে ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ কর। ইহাতেই তোমাদের পরিত্রাণ। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হইলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

لو كنتم من مواليد الوغا عربا   لم يغلبوا قط قوم أهل عصيان

(হে আরব ও মিসরবাসী!) যদি তোমরা প্রকৃত যুদ্ধের সন্তান—আরব হইতে তবে কখনও পাপিষ্ঠ কুল জয়ী হইতে পারিত না।

موتوا إذا في الوغا قتلي بصولتكم   حرية النسل ما ذاك بهذيان

শত্রুকুলের মুকাবেলায় বাহাদুরী প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুবরণ কর। ইহাই তোমাদের সন্তান সন্ততির স্বাধীনতার চাবিকাঠি। এইগুলি মোটেই বৃথা বাক্য ব্যয় নয়।

الموت خير من الحياة جامدة   تحت حكومة كافر بخزيان

কাফেরের শাসনের অধীনে স্থবির জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় ও কল্যাণকর।

فموتكم في سبيله بلا فكر   هو السبيل لكم سبيل رحمان

আল্লাহ তা'লার পথে বিনা দ্বিধায় মৃত্যু বরণ করাই তোমাদের পরিত্রাণের একমাত্র পথ। তোমাদের এই পথটিই অতি দয়ালু প্রভুর নির্দ্দেশিত পথ।

www.ahlehadeethbd.org

فِي مَوْتِكُمْ شَرَفٌ لِذَاتِكُمْ اَبَدًا فِيهِ بَقَاءٌ بَقِيَّةٌ لِعُرْبَانِ

তোমাদের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা চিরকালের মত তোমাদেরই সম্মান ও মর্যাদার কারণ, ইহাতেই আরবের সন্তান সন্ততিগণের স্থায়িত্ব নিহিত। অর্থাৎ তোমরা যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্ম প্রাণ দান কর তাহা হইলে তোমাদের সন্তানগণ মুক্ত ও আজাদ হইয়া চিরসুখে বাস করিবে।

فَأَنْتُمْ اتَّحِدُوا هُوَ الَّذِى يَتَّقَا ضِي الْآنَ مَقَلْنَا بِعِرْفَانِ

এখন আর একটা বস্তুর দিকে (হে আরব ও মিসরবাসী!) তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। যেটা এই : অতঃপর তোমরা যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া একতাবদ্ধ হও। ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রজ্ঞার দাবী।

اِتَّحِدُوا الْعَرَبَ الْعَرْبَاءَ وَاتَّفِقُوا فَفِي اتِّحَادِكُمْ فَوْزٌ بِفَيْضَانِ

হে খাঁটী আরববাসীগণ! তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং ঐক্যমতে কাজ করিয়া যাও। তোমাদের ঐক্য ও সংহতির মধ্যেই আল্লাহ তা'লার রহম-করম প্রবাহ-স্নাত সফলতা বিদ্যমান।

سِرُّ فَلَاحِكُمْ فِي وَحْدَةٍ فَتَيَقَّنُوا سِوَا ذَالِكُمْ سَرَابُ ظَمْآنِ

তোমরা একীন জানিও, এই একতার ভিতরেই তোমাদের কৃতকার্য্যতার রহস্য লুকায়িত। ইহা ছাড়া যাবতীয় বস্তু পিপাসাকাতর ব্যক্তির জন্য মরিচীকা তুল্য।

مَا الْفَتْحُ اِلَّا بِوَحْدَةٍ مُوَكَّدَةٍ فَالْعَرَبُ تَغْدُو وَحِيدَةً بِاِيْقَانِ

দৃঢ়মূল একতা ছাড়া সফলতার স্থায়িত্ব নাই। অতএব হে আরব! দৃঢ় প্রত্যয়ে এক হও, সংহতি অর্জন কর।

تِلْكَ الْقَصِيدَةُ قَدَّمْتُ بِحَضْرَتِكُمْ فِيهَا نَصَائِحُ فَاعْلَمُوا بِوِجْدَانِ

এই কবিতাটি (হে আরব ও মিসরবাসী!) তোমাদের সমীপে পেশ করা হইল, ইহাতে কতকগুলি উপদেশ আছে মাত্র। তোমাদের অন্তর্হিত জ্ঞান গরিমা দ্বারা এটা অনুধাবন কর।

لَا تُنْكِرُوا كَلِمَاتِي لِخُشُونَتِهَا فِيهَا حَلَاوَةُ حَلْوَى هِيَ لِاِخْوَانِي

আমার উপরোক্ত কথাগুলি ভীষণ রূঢ়তার কারণে মন্দ জানিয়া উপেক্ষা করিও না। আমার আরব ও মিসরের ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য এই কথাগুলির ভিতর অতি মিষ্ট হালওয়ার মিষ্টি নিহিত রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل
জিজ্ঞাসা ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ

আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, কুরআন মজীদে ১৪টি সিজদার আয়াত রহিয়াছে, আমরা আরও শুনিয়াছি যে, উহার মধ্যে ৭টি আয়াত পাঠে সিজদা করা ফরয, ৩টি পাঠে সিজদা ওয়াজেব এবং ৪টি পাঠে সিজদা করা সুন্নত। এখন দেখিতে পাইতেছ, সূরা আল-হজ্জে আর একটি সিজদার আয়াত রহিয়াছে। ঐ সিজদা লইয়া কোরআন মজীদে সিজদার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি। এখন প্রশ্ন এই যে, এই শেষোক্ত সিজদাটি সঠিক কিনা এবং সঠিক হইলে উহা কোন্ পর্য্যায়ের সিজদা? আর উপরোক্ত সিজদাগুলির মধ্যে হাদীস মুতাবিক কোন্ গুলি ফরয, কোন্গুলি ওয়াজিব ও কোন্গুলি সুন্নত?

জিজ্ঞাসাকারী ডাক্তার নূরুল ইসলাম, সাং হরিপুর, পোঃ শরীফপুর, মোমেনশাহী।

উত্তর ঃ

কোরআন মজীদে সিজদার আয়তের সংখ্যা (যেসব আয়ত তেলাওত করিলে সিজদা দেওয়া বাঞ্ছণীয়) হাদীস মুতাবিক ১৪ নয়, ১৫টি। হাদীসী প্রমাণ পরে পেশ করা করা হইতেছে।

উক্ত সিজদাগুলির মধ্যে ৭টি ফরজ, ৩টি ওয়াজিব ও ৪টি সুন্নত এই মর্মে আপনি যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার পশ্চাতে সহীহ হাদীসের কোন সমর্থন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সবগুলি সিজদাকে সুন্নত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ফরয বা ওয়াজিব বলার উপায় নাই। কারণ রসূলুল্লাহ সঃ সিজদার আয়ত তেলাওতকালীন কোন সময় সিজদা করিয়াছেন আবার কোন সময় করেন নাই। ইমাম বুখারী সূরা নজমের সিজদায় অধ্যায়ের এক বাব পর,

باب من قرأ السجدة ولم يسجد فيها •

"যে ব্যক্তি (সূরা নজমের) সিজদার আয়ত পাঠ করিল অথচ উহাতে সিজদা করিল না তাহার অধ্যায়" রচনা করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ে হযরত জায়েদ ইব্ন সাবিত হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহ সঃ র খেদমতে হাযির থাকা অবস্থায় সূরা নজম পাঠ করিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ সিজদা করিলেন না। উক্ত হাদীস বুখারী ছাড়া মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও সঙ্কলিত হইয়াছে। তিরমিযী উক্ত হাদীছ রেওয়ায়ত করার পর নকল করিয়াছেন,

لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبى صلى الله عليه وسلم •

অর্থাৎ সিজদা ওয়াজিব হইলে রসূলুল্লাহ সঃ যায়েদকে সিজদা না করাইয়া ছাড়তেন না, বরঞ্চ সিজদা করিতে তাহাকে বাধ্য করিতেন এবং রসূলুল্লাহ সঃ নিজেও সিজদা করিতেন।

ইমাম বুখারী আর একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন এই নামে ঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

باب من راى ان الله عزوجل لم يوجب السجود •

"মহান আল্লাহ সিজদা ওয়াজিব করেন নাই এই মত যাহারা পোষণ করেন তাহার অধ্যায়।"

এই অধ্যায়ে ইমাম বুখারী সাহাবী হযরত ইমরান ইবন হুসাইন হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি সিজদা ওয়াজিব জানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন : ما لهذا غدونا অর্থাৎ "তেলাওতের সিজদা করার জন্য এই সকালে আসি নাই।"

রাবী'আ ইবন আবদুল্লাহ তায়মী হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জুম'আর দিবস মিম্বরের উপর সূরা নাহাল পাঠ কালে সিজদার আয়ত তেলাওত করিলেন এবং মিম্বর হইতে নামিয়া সিজদা করিলেন, মুসল্লীগণও তাহার সহিত সিজদা করিলেন। পরবর্তী জুমা'তেও ঐ সূরা এবং সিজদার আয়ত তেলাওত করিলেন কিন্তু এই দিন সিজদা করিলেন না; বরং লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

يايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه •

"হে লোক সকল! আমরা (যখন) সিজদার আয়তসমূহ পড়িয়া যাই তখন যে ব্যক্তি সিজদা করিল সে ঠিকই করিল, আর যে ব্যক্তি সিজদা করিল না তাহার উপর কোন গোনাহ নাই।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন :

ان الله لم يفرض السجود ......

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক (তেলাওতের) সিজদা ফরয করেন নাই......।"—সহীহ বুখারী : মিসরী ছাপা, (১) ১৩৬ পৃষ্ঠা।

উপরোল্লেখিত দলীল প্রমাণে ইহা নিঃসন্দেহে সুসাব্যস্ত হইল যে, তেলাওতের সিজদাসমূহ ফরয অথবা ওয়াজিব নহে। ইহাই হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত ওসমান, হযরত সালমান ফারেসী, হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর, হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবায়ে কেরামের অভিমত। অতএব ৭টি সিজদা ফরয ৩টি ওয়াজিব, ৪টি সুন্নত ইত্যাকার কথার মূলে হাদীসের কোন প্রমাণ নাই। রসূলুল্লাহ সঃ কদাচ বলেন নাই যে, অমুক সিজদা ফরয, অমুক ওয়াজিব অথবা অমুক সুন্নত।

এখন সিজদার সংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করা যাইতেছে। সিজদার সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মযহাব এবং আহলে হাদীসগণের মধ্যে কয়েকপ্রকার মতভেদ দেখা দিয়াছে।

মালেকীগণ বলেন, কোরআন মজীদে সিজদার সংখ্যা মাত্র ১১টি। নিম্ন লিখিত স্থানে সিজদা আছে বলিয়া মালেকীগণ মানেন না : (১) সূরা হজ্জের শেষ সিজদা, (২) সূরা নাজমের সিজদা, (৩) আমপারার সূরা ইনশিকাক ও (৪) সূরা আলাকের সিজদা। হানাফী ও শাফেয়ী উভয়ের নিকট সিজদার সংখ্যা ১৪টি। কিন্তু হানাফীগণ সূরা হজ্জের শেষ সিজদা স্বীকার করেন না, অপর পক্ষে শাফেয়ীগণ হজ্জের শেষ সিজদা স্বীকার করেন কিন্তু সূরা ছোয়াদের সিজদাকে স্বীকৃতি দেন না। আহলে হাদীসগণ সূরা ছোয়াদের সিজদাও মানেন এবং সূরা হজ্জের শেষ সিজদাকেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বীকৃতি দেন। সুতরাং তাহাদের মতে সিজদার সংখ্যা ১৫টি।

১৫টি সিজদার স্বপক্ষে হাদীস রহিয়াছে, নমুনা স্বরূপ মাত্র একটি নিম্নে উল্লেখিত হইল :

(খ) হযরত আমর ইবনুল 'আস এর হাদীস

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ خمس عشرة سجدة في القرآن

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে (সাহাবী ইবনুল আসকে) কোরআনের ১৫টি সিজদা (অর্থাৎ সিজদার আয়ত) পড়াইয়াছেন।" আবু দাউদ ২০৬ পৃঃ, ইবনে মাজা ৭৫ পৃঃ, হাকিম (১) ২২৩ পৃঃ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ নহে, কারণ উহার সনদে আবদুল্লাহ ইবন মুনাইন রাবী দুর্বল। এ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ১৫টি সিজদার সমর্থনে আরও অনেক হাদীস আছে, একটি অপরটিকে শক্তিশালী করিয়াছে। আল্লামা সিন্ধী হানাফী রহ ইবনে মাজার টীকায় লিখিয়াছেন :

قد جاء احاديث متعددة في الباب يؤيد بعضها بعضا بحيث يصير الكل حجة •

"এই অধ্যায়ে (১৫টি সিজদা তেলাওতের সমর্থনে) বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ফলে একটি অপরটিকে এরূপ শক্তিশালী করিয়াছে যে, প্রত্যেকটি প্রমাণের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" সুনানে ইবনে মাজা (১) ১৬৯ পৃঃ।

হানাফীদের মতে সূরা হজ্জে মাত্র একটি সিজদা এবং সেজন্যই তাহাদের নিকট সিজদার সংখ্যা ১৪, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাতে রহিয়াছে দুইটি সিজদা এবং তৎফলে সিজদার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি। নিম্নে সূরা হজ্জে দুই সিজদার প্রমাণ সংকলিত হইল :

হযরত ওকবা ইবন আমের সাহাবী বলেন,

قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم افي سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما •

"আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সূরা হজ্জে কি দুই সিজদা ? তিনি বলিলেন, হাঁ। যে ব্যক্তি উক্ত দুই সিজদা না করিবে সে যেন ঐ দুই আয়ত না পড়ে।"—আবু দাউদ : মিসরী ছাপা (১) ২২২ পৃঃ, মুসনদে আহমদ (৪) ১৫১ পৃঃ ও ১৫৫ পৃঃ।

হাফিয ইবনে কাইয়েম রহঃ ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীনে বিভিন্ন মযহাবপন্থীদের হাদীসের খেলাফ অভিমত সমূহের তালিকা পেশ প্রসঙ্গে ৫৮ ক্রমিক নম্বরে দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, মালেকীগণ মুফাস্সল সূরাসমূহের সিজদাগুলি এবং হানাফীগণ সূরা হজ্জের শেষ সিজদা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অথচ ইহা রসূলুল্লাহ সঃ-র সুসাব্যস্ত সুন্নতের অন্তর্গত (৩) ১৪ ১৫ পৃষ্ঠা।

সূরা হজ্জের দুই সিজদা সম্বন্ধে কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহাবীর বিশুদ্ধ অভিমত ইমাম আবু আবদুল্লাহ হাকিম স্বীয় মুসতদরকে সনদসহ বর্ণনার পর বলিতেছেন,

قد صحت الرواية فيه عن قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس

www.ahlehadeethbd.org

ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন যে, সূরা হজ্জে দুই সিজদা।

যহবী বলেন, উহার সনদ বুখারী মুসলিমের শর্ত মুতাবিক সহীহ। ইমাম ইবনে হযমও তদীয় মুহাল্লা গ্রন্থে ইহাকে সহীহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

হযরত ইব্নে মাসউদ ও আম্মার হইতে বর্ণিত মুসতাদরকে হাকেমের শব্দগুলি এইরূপ :

عن عبد الله بن مسعود وعمار انهما كانا يسجدان فى الحج سجدتين ٭

আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ ও আম্মার হইতে বর্ণিত তাহারা উভয়ে সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা করিতেন। [হাকিম (২) ৩৯০—৯১ পৃঃ মুহাল্লা (৫) ১০৭ পৃঃ তালখীস সহ]

সহীহ সনদে বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীস ও আসারসমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা রহিয়াছে এবং উক্ত দুই সিজদা সহ কুরআনের মজীদের সিজদার মোট সংখ্যা ১৫।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উক্ত সিজদা সমস্তই সুন্নত। রসূলুল্লার (দঃ) কোন হাদীস কিম্বা সাহাবীগণের কোন সহীহ আসার দ্বারা উহার কতক ওয়াজেব কতক ফরয—এইরূপ কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

আহকর—আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন

وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وابي موسي الاشعرى وابي الدرداء وعمار رضى الله عنهم ٭

"দুই সিজদা সম্পর্কে হযরত ওমর বিনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর, আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ, আবূ মূসা আশ'আরী, আবূদ্দারদা ও আম্মার (রাযিঃ) এর কউল সহীহ সনদে বিবৃত হইয়াছে।"

ইমাম হাকিম প্রত্যেক সাহাবী পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সমস্ত সনদই সহীহ্। ইহার কোন কোন সনদ ইবনে কাসীরে সঙ্কলিত হইয়াছে, যেমন :

ان عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال ان هذه فضلت بسجدتين ٭

"নিশ্চয় হযরত ওমর সিরিয়া প্রদেশের জাবীয়া নামক স্থানে অবস্থান কালে সূরা হজ্জে দুই সিজদা করেন এবং বলেন, এই সূরা দুই সিজদা দ্বারা ফযীলত-সমৃদ্ধ।"

হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত 'আসার' এর শব্দগুলি এইরূপ :

عن ابن عباس انه قال فى سورة الحج سجدتان ٭

www.ahlehadeethbd.org

॥ এম, মাওলা বখ্‌শ্‌ নদভী ॥

মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইকবাল আল্লাহ তা'লাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে জাতি একবার মরিয়া (ধ্বংস হইয়া) যায়, সে কি পুনরায় যিন্দা হইতে পারে ?—

چیست آئین جہان رنگ وبو
جزکہ آب رفتہ می ناید بجو

কি সে আইন রীতি-নীতির রং গন্ধের এই ধরার ?
এই ত দেখি বহে যে-পানি নদীতে ফিরে না আর।

زیر گردون رجعت او ناروا است
چون زپا افتاد قومے برنخواست

আকাশ তলে আবার আসা তাহার তরে সাজেনা আর,
পতন হ'লে কো- জাতির, উঠেনা সেত পুনর্বার।

ملتے چو مرد کم خیز زقبر
چارۂ او چیست غیر از قبر وصبر

মানবের মত মিল্লত ও যে কবর হ'তে উঠে না-আয়,
কবর এবং সবর ছাড়া নাইক তাহার কোন উপায়।

আল্লাহ প্রকৃত মৃত্যু কাহাকে বলে, তাহার বিশ্লেষণ করিতেছেন,

زندگانی نیست تکرار نفس
اصل او ازحی وقیوم است وبس

চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা উহার মূল,
এখানে আসা আর যাওয়াকে জীবন বলা ভুল।

فرد از توحید لاهوتی شود
ملت از توحید جبروتی شود

ব্যক্তি-বিশেষ তাওহীদ দ্বারা হয় আল্লার ওলী,
তাওহীদ দ্বারা মিল্লত হয় চরম প্রতাপশালী।

بے تجلی نیست آدم را ثبات
جلوۂ ما فرد وملت راحیات

নূরের জ্যোতি বিনে হয়না আদমের স্থায়ী স্থান
মোদের জ্যোতিই ব্যক্তি এবং মিল্লতেরি প্রাণ।

هردو از توحید می گیرد کمال
زندگی این را جلال آن را جمال

তাওহীদেরি দৌলতে হয় উভয়ের পূর্ণতা
এর জীবনে গৌরব আর ওর জীবনে শুভ্রতা।

چیست ملت اے کہ کوئی لا الہ
با هزاران چشم بودن یک نگہ

লাইলাহা বলছ তুমি, মিল্লত কি কও,
হাজার চক্ষু থাকা স্বত্বেও একদর্শী হও।

اهل حق را حجت ودعوی یکے است
خیمہ ها ے ما جدا دلها یکے است

সত্য-ধারীর একই দাবী, দলীল তাহার এক,
ভিন্ন ভিন্ন গোট আমাদের দিলগুলি সব এক।

ذرها از یک نگاهی آفتاب
یک نگہ شوتا شود حق بے حجاب

এক দৃষ্টিভঙ্গীতে হয় বালু কণাও আফতাব,
একদর্শী হও তা হ'লে দেখবে হককে বেহেজাব।

ملتے چون می شود توحید مست
قوت وجبروت می آید بدست

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাওহীদই হয় যখন কারো দ্বীন ও মিল্লত,
শক্তি এবং প্রতাপ তাহার হয় হস্তগত।

روح ملت را وجود از انجمن
روح ملت نیست محتاج بدن

জনগণের সম্মেলনই আত্মা মিল্লতের,
মিল্লতীরূহ মুহতাজ নয় এ জড় দেহের।

مردہ از یک نگاہی زندہ شو
بگذر از بے مرکزی پائندہ شو

মরেছ তুমি, একক দৃষ্টি হ'তেই যিন্দা হও,
কেন্দ্র সঙ্গে যুক্ত থেকে আবার যিন্দা হও।

وحدت افکار و کردار آفرین
تا شوی اندر جہان صاحب نگین

হও যদি গো! চিন্তা কর্মে ঐক্য সৃষ্টিকারী,
তবেই হবে জাহান মাঝে তুমি মুকুটধারী।

ইকবাল আল্লার দরবারে পৃথিবীর রহস্য ও মানবের অসহায়ত্বা এবং আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন।

من کئیم ؟ تو کیستی ؟ عالم کجا ؟
درمیان ما و تو دوری چرا است ؟

আমি কে আর তুমিই বা কে, বিশ্ব-জাহাঁ কেন?
তোমার এবং আমার মাঝে দূরত্বই বা কেন?

من چرا در بند تقدیرم بگو
تو نمیری من چرا میرم بگو

তকদীরি বন্ধনে কেন বন্ধ আমি বল?
মর না তুমি, আমি কেন মরি তাহা বল?

আল্লাহ ইহার উত্তর দিতেছেন যে, মানবের অসামঞ্জস্যের প্রতিকার তাহার আমিত্বের মধ্যেই নিহিত আছে।

بودہ اندر جہان چارسو
ہر کہ گنجد اندر و میرد درو

থাক তুমি চতুর্দিকে ঘেরা ধরার রুদ্ধ ঘরে,
উহার মাঝে থাকে যারা তারাই তথা গুমরে মরে।

زندگی خواہی خودی را پیش کن
چار سو را غرق اندر خویش کن

জীবন যদি চাও তা হ'লে দেখাও নিজের অমিত্ব,
নিজের মাঝে বিলীন কর চারি দিকের অস্তিত্বকে।

باز بینی من کئیم تو کیستی
در جہان چون مردی چون زیستی

ইহার পরে দেখতে পাবে আমি কে আর তুমি কে,
কেমন করে জাহাঁন মাঝে মরলে এবং বাঁচলে কি সে।

অতঃপর ইকবাল ইউরোপ ও এশিয়ার তকদীর জানতে চান—

یورش این مرد نادان را پذیر
پردہ را از چہرۂ تقدیر گیر

ধৃষ্টতা এ নাদান বান্দার ক্ষমা করে দাও,
তকদীরের আনন হ'তে পর্দা সরিয়ে নাও।

انقلاب روس و المان دیدہ ام
شور درجان مسلمان دیدہ ام

রাশিয়া এবং জর্মানদের দেখেছি ইনকেলাব,
মুসলিম প্রাণের কাতর ধব নিতে হয়ে গেছি বেতাব।

دیدہ ام تدبیر ہائے غرب و شرق
وانما تقدیر ہائے غرب شرق

পূর্ব পশ্চিমের দেখেছি কতই যে তদবীর,
আর দেখেছি উভয়েরি নির্ভর তকদীর।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সভার শোভা বৃদ্ধি করা, নিজে পৃথক থাকাই জীবন, কাফেলা সাথী! পৃথক থেকেই সবার সাথে কর গমন।

تو فروزنده‌تر از مهر منیر آمده‌ئی
آن چنان زی که بهر ذره رسانی پرتو

উজ্জ্বলিত সূর্য্য হ'তে অধিক তুমি জ্যোতির্ময়,
প্রতি অনুকণায় দিয়ে দ্যুতি থাক দিপ্তীময়।

چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد
رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو

উড়ে গেল হাওয়ার পথে পড়ে থাকা খড়ের ন্যায়
সেকান্দার ও দারা, কুবাদ, খসরূ কেহই নাই হেথায়।

از تنک جامی تو میکده رسوا گردد
شیشه گیر و حکیمانه بیاشام و برو

তোমার তাড়াহুড়ায় হবে বদনামী যে পানশালে,
পিয়ালা ধ'রে ভদ্রভাবে পান কর আর যাও চলে।

ইকবাল ইহার উত্তরে আল্লাহর পক্ষ হইতে যে বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভাষা, চিন্তা এবং কবিত্বের দিক দিয়া খুবই চিত্তাকর্ষক ও অনবদ্য।

بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو
که نیرزد بجوی این همه دیرینه و نو

ফিরিঙ্গীদের মোহ ছেড়ে পার হয়ে যাও সূর্য্য ধাম,
তাদের নূতন পুরাতনের নাইক কানাকড়ির দাম।

آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌ئی
هم به جبریل امینی نتوان کرد گرو

ভূতের সাথে খেলায় তুমি যে অঙ্গুরী হারিয়ে দিলে,
উহা বন্ধক যায়না দেওয়া কোনকালে জিবরাইলে।

زندگی انجمن آرا و نگهدار خود است
ای که در قافله‌ئی بی همه شو با همه رو

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানের বর্ষ-বিদায়ে

(মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী)

এই শাউনের ঘন ঘটায়
ছাড়তে তোমায় মন নাহি চায়
তব আসা পথ চাহিয়া রইব প্রতীক্ষায়।

বিদায় নিয়া চল্‌'ল তুমি
চোখের জলে ভাসছি আমি
আসবে কবে আবার তুমি মোদের আঙ্গিনায় ?

বাদল যখন কান্না পাগল,
উর্ধে বাজে মৃত্যু-মাদল,
এম্‌নি দিনে আপনজনে কেইবা ছেড়ে যায়!

দুঃখের দিনের তুমি সাথী,
অন্ধকারে তুমিই বাতি,
তব হৃদয় কোণে দিও একটুকু আমায় ঠাঁই।

চৌদ্দ বছর এমনি ক'রে,
যাচ্ছ চ'লে, আসছ ফিরে,
এই জীবনে তোমার মায়া কেটে উঠা দায়।

আদর যেজন করত তোমায়
সেত আজি নাই দুনিয়ায়*
তোমার যোগ্য সেবা করার সাধ্য মোদের নাই।

ভুলে গিয়ে মান অভিমান,
লও শুধু এ ভক্ত পরাণ,
তোমার হায়াত দারায হউক ইহাই আমি চাই।

---

* তর্জুমান প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মরহুম মওঃ আবদুল্লাহিল কাফী রহঃ

www.ahlehadeethbd.org

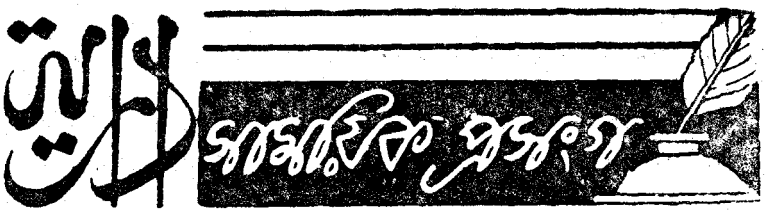

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বাধীনতার মূল্যায়ন

মানুষ মানুষের গোলামী করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয় নাই। আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেকেই মানুষ হিসাবে সম মর্য্যাদার অধিকারী; সকলেই প্রকৃতিগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন স্বত্বা এবং স্বাধীন কর্মক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া দুনিয়ায় আগমন করিয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বজাতির দাসত্ব করিবার জন্য দুনিয়ায় আগমন করে নাই। মানব শিশু এই স্বাধীনতা লইয়াই প্রথম দুনিয়ায় আসে কিন্তু সে পরবর্তী কালে নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে সর্ব প্রথম তাহার গর্ভধারিণীর মুখাপেক্ষী ও অধীন হইয়া যায়। পরবর্তী কালে সে ক্রমান্বয়ে পিতার, পরিবার পরিজনের প্রতিবেশী ও সমাজের এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে। তাহার জ্ঞান বিকাশের পর এইরূপ বহুবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ হইতেছে, তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্তব্যবোধ। অন্যথায় সে প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই বলিয়া তাহার স্বাধীনতার অর্থ এই নহে যে সে সম্পূর্ণ বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী হইবেএবং ভাবিবে যে, অপর কেহই তাহার নিয়ন্তা ও নিয়ামক নাই। মানুষ মানুষের বন্ধন মুক্ত হইলেও অপর এক মহান শক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, তাহার জন্মের উদ্দেশ্যই হইল উক্ত শক্তির অধীনে অবস্থান করা ও সেই শক্তিধরকে সর্বসময় রাযী করিয়া রাখা এবং তাহারই আদেশ নিষেধকে শিরোধার্য করিয়া তৎ মুতাবিক ইহলৌকিক জীবনকে পরিচালিত করা, তাহারই অনুগত দাস ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা এবং তাহাকেই নিজের প্রভু, হাকিম এবং পরিচালক হিসাবে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়া এবং তাহার প্রত্যেকটি নির্দেশকে কার্য্যে পরিণত করা, কারণ তাহার নির্দেশ,

ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

"একমাত্র আল্লাহরই আদেশ কার্যকরী, তাঁহার নির্দেশ এই যে, তোমরা আর কাহারও দাসত্ব না করিয়া একমাত্র তাঁহারই দাসত্ব কর, ইহাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা; কিন্তু অধিকাংশ লোক (ইহা) অবগত নহে।" (সূরা ইউসুফ, ৫ম রুকূ) এই একজনকে সর্বময় কর্তা হিসাবে মানিয়া লওয়া স্বাধীনতার অন্তরায় নয় বরং উহার পরিপূরক, স্বাধীনতাকে সুপরিচালিত করিয়া উহাকে ফলপ্রসূ এবং উহার সুফল ভোগ করার জন্য উহার একান্ত প্রয়োজন আছে। অন্যথায় উহা বিষময় এবং দুর্বিসহ হইয়া উঠিতে বাধ্য। ইসলাম এইরূপ স্বাধীনতাই মুসলমানদিগকে দান করিয়াছে আর এই মহা সত্বা ছাড়া অন্যান্য যাহাদের বশ্যতা স্বীকার করা হয় তাহারা মানুষের মূল লক্ষ্য নহে। পিতামাতাকে যে আনুগত্য দেখান হয় তাহা তাঁহারই নির্দেশে, প্রতিবেশীর প্রতি যে সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ করা হয় তাহাও তাঁহারই হুকুমমত, সামাজিক প্রভাব ও নিয়মাধীনে থাকাও তাঁহারই আদেশ এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করাও তাহারই হুকুম মত করা হইয়া থাকে। আল্লাহ নিজের বান্দার প্রতি সে সর্ব নিয়ামত প্রেরণ করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে স্বাধীনতা এবং তাহার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লানত হইতেছে পরাধীনতা। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে বারংবার বনীইসরাইল এবং ফেরআউনের কথা উল্লেখ পূর্বক সেই লানত ও গযব, সেই নিয়ামত ও অবদানের বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোন্ জাতিকে কি অবস্থায় স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। কোন জাতি যখন অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছিয়া যায় এবং গোলামীর জিঞ্জিরে আষ্টে পৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত হইয়া নিজের সত্বাকে সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া বসে আল্লাহ তখনই তাহাকে শর্তাধীনে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া দেন, খুদায়ীর দাবীদার যালেম ফেরাউনের অত্যাচারে যখন বনীইসরাইলের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখনই আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছিলেন,

www.ahlehadeethbd.org

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ان نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين • (سورة القصص ' اركوع)

"আমি তাহাদের প্রতি করুণা করিবার ইচ্ছা করিতেছি যাহাদিগকে পৃথিবীতে অতি হীন ও দুর্বল করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে দুনিয়ার নেতা এবং তাহাদিগকে পৃথিবীর ওয়ারিস করিয়া দিব।" সূরা কাসাস, ১ রুকূ)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে ভারতের মুসলমানগণের অবস্থাও সেকালের বনী-ইসরাইল অপেক্ষা কোন দিক দিয়া কম শোচণীয় ছিল না, তাহারা রাজ্যহারা হইয়া নিজেদের সর্বস্ব খোয়াইয়া একটা পতিত জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল এবং মুক্তির আশায় অধীর হইয়া আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেদের অপরাধ ও পাপের জন্য তওবা করিয়া আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আল্লাহর দরবারে তাহারা অঙ্গিকার প্রদান করিয়াছিল। আল্লাহও তাহাদের এই অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞায় সাড়া দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান নামে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রদান করিলেন কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহারা সব প্রতিশ্রুতি, সকল অঙ্গিকার অচিরেই ভুলিয়া বসিল এবং বনী ইসরাইলের মত সর্বপ্রকার ধর্মদ্রোহিতা করিতে লাগিল, আল্লাহর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচরণে মাতিয়া উঠিল এবং ইসলামের নামে অর্জিত পাক যমীনে সর্বপ্রকার পাপের মেলা বসাইয়া দিল। আল্লাহ কি ইহা সহ্য করিবেন? ইহার পরিণাম স্বরূপ কি দুনিয়ার অপর বিশ্বাসঘাতক জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাকিস্তানীদের বেলায় ঘটিবার আশঙ্কা নাই? কেবল পতাকা উত্তোলন, গৃহ সাজান এবং আলোকমালায় শহর বন্দর সমুজ্জ্বল করিয়াই কি আমরা স্বাধীনতার জন্য আল্লাহর শুকৃরিয়া আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইব? না সময় থাকিতে সাবধান হইয়া ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পুনরায় যত্নবান হইব?

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বন্যা

বিশ্বনিয়ন্তা মহা শক্তিধর আল্লারই মরযী মুতাবিক এই পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, ইহাতে মানুষের কোনই হাত নাই, এখানে মানুষের তদবীর ও কৌশলের কোন মূল্য নাই। উহার মধ্যে মানুষের রুযীর ব্যাপারটিও আল্লাহ বান্দার হাতে ছাড়িয়া দেন নাই, উহা তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া দিয়াছেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়া, নদী নালায় হাযার হাযার মাইল বাঁধ দিয়া এবং অধিক খাদ্যের চাষ করিয়া কোন দেশকে স্বচ্ছল এবং খাদ্যে উদ্বৃত্ত করিয়া তুলিবার মানবীয় আকাঙ্খার বাস্তবায়নও সেই আল্লারই আয়ত্বাধীন। এ সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান ধারণা সঠিক নহে এবং তার বড়াই করাও চলে না। যখন ১৯৭০ সালে বিদেশে চাউল রফতানীর পরিমাণ ঠিক করা হইতেছিল তখন কে জানিত যে, আল্লাহর এক ইঙ্গিতেই পূর্ব্ব পাকিস্তানে হঠাৎ সবগুলি জিলা খণ্ড খণ্ড সমুদ্রে পরিণত হইয়া যাইবে? কে চিন্তা করিয়াছিল কয়েকদিনের মধ্যেই মুখের অন্ন প্রবল বন্যায় কাড়িয়া লইয়া যাইবে এবং সব পরিকল্পনা ও কারিগরী বানচাল হইয়া যাইবে? কিন্তু আল্লাহ এই প্রকার পরিস্থিতির সংবাদ বহু পূর্বেই স্বীয় পবিত্র কালামে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন—

افرءيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون • (سورة الواقعة ركوع ٢)

"আচ্ছা বলত! তোমরা যে চাষ কর উহাতে তোমরা চারা উৎপাদন কর, না আমি করি? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে উহা সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারি তখন তোমরা (এই) কথা বলিতে থাকিবে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গেলাম বরং বঞ্চিত হইলাম। (সূরা ওয়াকিয়া, ২ রুকূ)

আল্লাহ আমাদিগকে এই প্রকার অহমিকা হইতে রক্ষা করুন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের পথে পরিচালিত করুন! আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

১২।১২।৬৭ তারীখে জমঈয়ত দফতরে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মোঃ সাইফুদ্দিন আহমাদ এল, এম, বি, শিরিন ফার্মেসী নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ২। বেগম নুরুন্নাহার ১১৯ সেগুন বাগিচা যাকাত ৫০৲।

(এপ্রিল মাস)

যিলা পাবনা

দফতরে ও মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুল গফুর সাং শাহিকোলা পোঃ রায়দৌলুতপুর কুরবানী ৪৭'২৫ ২। এম, এ, ওয়াহেদ সাং ও পোঃ করসালীকা কুরবানী ৩'৫০ ৩। মোহাঃ নসরত আলী প্রামাণিক সাং চর কামারখন্দ পোঃ রসুলামতৈল কুরবানী ৫৲ ৪। মওঃ আবদুস সালাম এম, এম, ম্যারিজ রিজিষ্ট্রার, সাং কানসোনা পোঃ সলপ বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৬০৲ কুরবানী ২০৲।

যিলা রাজশাহী

দফতরে ও মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আবদুস সাত্তার মিঞা সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর কুরবানী ৬৲ ২। মোহাঃ আলম মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ৩। এম, এ, কাইউম নবরেজিষ্ট্রার মহাদেবপুর কুরবানী ৬৲ ৪। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন মিঞা রাণীগ্রাম জামাত হইতে পোঃ কাছিকাটা কুরবানী ১৪'৭০ ৫। মোঃ তমিজউদ্দীন আহমদ সাং নয়ানসুকা পোঃ নামোশংকরবাটী কুরবানী ১১০৲ ৬। মোহাঃ তমিজউদ্দীন শাহ সাং হামির বুৎসা পোঃ গোয়ালকান্দি ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ১০৲ ৭। হাজী মোহাঃ শফিউদ্দীন প্রাং, সাং গণ্ডগোহালী পোঃ রঘুরামপুর যাকাত ৫৲ ফিৎরা ৪০৲ কুরবানী ৫৲ ৮। মোহাঃ নঈমউদ্দীন সাং ও পোঃ ধোপাঘাটা কুরবানী ৯৲।

আদায় মারফত মোঃ মোহাঃ জার্জিস সাহেব ক্লথ মার্চেন্ট সাহেব বাজার

৯। মোঃ মোহাঃ আতিকুর রহমান রাজশাহী ইউনিভারসিটি যাকাত ৫৲ ১০। মোঃ মোহাঃ মুমতাজ সাং ছোটবনগ্রাম পোঃ সপুরা ফিৎরা ৫৲ ১১। শেখ নূর মোহাম্মদ জামাতে আহলে হাদীস মির্জাপুর পোঃ কাজলা ফিৎরা ৫৲ ১২। মোঃ মোহাঃ জার্জিস রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা নিজ যাকাত ২০৲ ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ১৩। মোহাঃ মতীউর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৪। মোঃ মোহাঃ মেসবাহুদ্দীন মিঞা সাং সাগরপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ১৫। মোহাঃ ইয়াদুল্লাহ, মণ্ডল পোঃ কাঞ্চনহাট যাকাত ৩৲ ১৬। আলহাজ মোহাঃ ঈসা খান সাং শেখেরচক পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০৲ ১৭। আলহাজ শাইখ মোঃ মোহাঃ আবদুল হামীদ কাজিরগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ১৮। আলহাজ মহিউদ্দীন আহমদ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১০৲ ১৯। মোঃ মোহাঃ এসকান্দার আলী রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল ফিৎরা '৫০ ১০। ডাঃ মোহাঃ আবদুল গফুর মিঞা এল, এম, এফ শেখের চক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ২৲ ২১। হাজী মোহাঃ ইউসুফ মিঞা সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২০৲ কুরবানী ৩৲ ২২। মোঃ মোহাঃ হেরাসউদ্দীন মিঞা c/o আমজাদ আলী এডভোকেট মাষ্টার পাড়া ফিৎরা ৫৲ এককালীন ৫৲ ২৩। মোঃ আবদুল গফুর খান যাকাত ৫৲ ২৪। মোঃ মোহাঃ রিয়াজউদ্দীন বি, এ, বি-টি, রাজশাহী মাদরাসা ফিৎরা ১৲ ২৫। মোঃ মোহাঃ এরাহিম মিঞা রাজারহাতা যাকাত ৫৲ ২৬। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম রাণীবাজার ফিৎরা ১৲ ২৭। মোঃ দীন মোহাম্মদ মিঞা কাজিরগঞ্জ যাকাত ৫৲ ২৮। আলহাজ মোহাঃ জাফর আলী সাং কাজলা ফিৎরা ১৲ ২৯। মোহাঃ আফসার আলী মণ্ডল কাজলা আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৩০। মোঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা রাণীনগর জামাত হইতে পোঃ কাজলা ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৩৲ ৩১। মোহাঃ আলমগীর মিঞা সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা কুরবানী ২৲।

আদায় মারফত মোঃ মোহাঃ যোহ্‌হাক সাহেব ইমাম, রাণী বাজার আহলে হাদীস মসজিদ

৩২। মোহাঃ জাহেদুর রহমান রাণী বাজার কুরবানী ২৲ ৩৩। মোহাঃ হাবিবুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৪। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৫। মোহাঃ আমিনুল ইসলাম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৬। মোহাঃ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৭। মোহাঃ সাঈদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪৲ ৩৮। মোহাঃ সেকান্দার সাগরপাড়া ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৯। সাঈদুর রহমান মালোপাড়া কুরবানী ১৲ ৪০। মোহাঃ আফসার আলী রাণী বাজার কুরবানী ১৲ ৪১। মোঃ মোহাঃ ইসহাক কাজিরগঞ্জ কুরবানী ২৲ ৪২। মোহাঃ মহসীন আলী সাহেব বাজার আলুপট্টি কুরবানী ৫৲ ৪৩। তবলদার পাড়া হইতে কুরবানী ২'৫০ ৪৪। মোহাঃ আবদুল্লাহ মাষ্টার বেলদারপাড়া কুরবানী ১'৭৫ ৪৫। আবদুর রহমান রাণীবাজার ঘোড়ামারা কুরবানী ৬'৩৮ ৪৬। মোহাঃ লুৎফুল ইসলাম ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৪৭। আবদুল গাফ্‌ফার সাগরপাড়া কুরবানী ১৲ ৪৮। মোহাঃ শামছুল হক কুরবানী ১৲ ৪৯। দাস্তানা বাদ জামাত হইতে মারফত মণ্ডল মোহাঃ তাবারকউল্লাহ সাহেব পোঃ পুটিয়া কুরবানী ২০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ গোলাম মুস্তফা এম, ডি, এ ওয়া-প্‌দা চোযাভাঙ্গা যাকাত ৫০৲।

যিলা বরিশাল

মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোঃ মোহাঃ আজিজুল হক জেইলর বরিশাল কুরবানী ২৫৲।

যিলা বগুড়া

মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোঃ আবদুল জব্বার সাং গোভের পুর পোঃ জামালগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ২। মোহাঃ কলিমউদ্দীন ক্লার্ক ক্রিমিন্যাল কোর্ট ফিৎরা ১০৲ ৩। আলহাজ ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া কুরবানী ১৭'৫০ ৪। এম, করিম বখশ মোক্তার সাং জয়ভোগা পোঃ বাইগুনি কুরবানী ১০৲ ৫। মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ ইমাম সাং বিহিগ্রাম পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲ ৬। মোঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সারিয়াকান্দি মাদরাসা কুরবানী ৫০৲ ৭। মোহাঃ মুমতাজুর রহমান থানা রোড কুরবানী ৪'৭০ ৮। বিহিগ্রাম জামাত হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাঃ কেফাতুল্লাহ ফুলকোট পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ২৯'৫৫ ৯। মোহাং তোজাম্মেল হোসেন সুন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী কুরবানী ১৪'২০ ১০। এম, হাশমতুল্লাহ প্রামাণিক সাং দিঘলকান্দি পোঃ সারিয়াকান্দি কুরবানী ৬'৫০।

যিলা রংপুর

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মুজিবুর রহমান সাং শাহজাদপুর পোঃ বাগদুয়ার কুরবানী ৫'৭০ ২। নওয়াব আলী আহমদ সাং মতরপাড়া পোঃ শাঘাটা কুরবানী ১০৲ ৩। মোহাঃ ইয়াসীন উদ্দীন মণ্ডল সাং তালুক রিকায়েতপুর পোঃ বাদিয়া খালী কুরবানী ৪৯৲ ৪। খন্দকার এনাহি বখশ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ৪১৲ কুরবানী ৪১৲ ৫। মোহাঃ আবুল হুসাইন সাং কুঠিপাড়া পোঃ সেরুডাঙ্গা কুরবানী ৪৲

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ ফযলুল বারী সাহেব ইমাম টাউন আহলে আদীস মসজিদ সেণ্ট্রাল রোড, রংপুর

৬। আলহাজ মোহাঃ আসীর উদ্দীন নিউ শালবন যাকাত ৫৲ ৭। মোহাঃ সোলায়মান ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৮। মোহাঃ আফছার উদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ৯। আব্দুল আহাদ ছোট মনথনা হাউস যাকাত ২৫৲ ১০। হাফিজ আব্দুল আলী ও আবদুল মজিদ যাকাত ৪০৲ ১১। আবদুল বারী মিঞা নিউশালবন যাকাত ৫৲ ১২। মওঃ মোহাঃ ফযলুল বারী ইমাম টাউন আহলে হাদীস মসজিদ সেণ্ট্রাল রোড ফিৎরা ৫৮৲ ১৩। মোঃ মোহাঃ আব্দুল আহাদ মনথনা হাউস যাকাত ৫০৲ ১৪। মোহাঃ মকবুদুর রহমান মিঞা আদনান অটো হাউস যাকাত ১০৲ ১৫। মোহাঃ ইউনুস মুসলিম বিল্ডিং যাকাত ১০৲ ১৬। হাজী মোহাঃ আসির উদ্দীন শালবোন যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ সোলায়মান মিঞা শালবোন যাকাত ৩৲ ১৮। মোহাঃ আফসার উদ্দীন প্রোপ্রাইটার টয় প্রেস যাকাত ৫০৲ ১৯। আবদুল বারী মিঞা ক্লথ মার্চেণ্ট যাকাত ১০৲ ২০। আলহাজ হাফিয আবদুল আলী ও আলহাজ আবদুল মজিদ যাকাত ২৫৲ ২১। কবিরাজ মোহাঃ রেজাউল্লাহ প্রাং যাকাত ৫৲ ২২। মোহাঃ ইউনুস গার্ডস ট্রেডার্স যাকাত ৫০৲ ২৩। রংপুর টাউন আহলে হাদীস জামাত সেণ্ট্রাল রোড ফিৎরা ০ কুরবানী ৬৩৲।

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। তসির উদ্দিন আহমদ সরদার বাসুদেবপুর দক্ষিণ পাড়া জামাত কুরবানী ৩৲।

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাহেব পোঃ পাকহিলি

২। মোহাঃ নছর উদ্দীন চৌধুরী সাং ও পোঃ ডাঙ্গা পাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩। মোহাঃ নিজাম উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৪। মোহাঃ ইউসোফ উদ্দিন চৌধুরী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ তোফাইল উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ৬। মোহাঃ বছির উদ্দিন সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৭। মুন্সী মোহাঃ মুজাম্মেল হক সাং পাউশ পাড়া পোঃ ডাঙ্গাপাড়া ফিৎরা ১১৲ ৮। মহির উদ্দিন আহমদ সাং নওপাড়া পোঃ যোয়ালদার ফিৎরা ১৫৲ ৯। মরহুমা আজিরণ বিবির পক্ষ হইতে মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন সাং দেরপাড়া পোঃ ডাঙ্গাপাড়া এককালীন ১০৲।

যিলা কুমিল্লা

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মুজিবুর রহমান হাজীগঞ্জ কুরবানী ৬৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত মওলবী আবদুস সামাদ সাহেব প্রেসিডেন্ট কুমিল্লা যিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস

২। মোঃ আবদুল জলিল কুমিল্লা ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং ও পোঃ এলাহাবাদ এককালীন ১৲ ৪। মোঃ আবদুর রহমান মষ্টার আসাদ নগর ফিৎরা ৩৲ ৫। জামাতের হইতে মারফত ডাঃ জয়নুল আবেদীন ভূইয়া সাং পোঃ ধামতী ফিৎরা ১৩'৭৫ ৬। মোহাঃ জোনাব আলী ভূইয়া সাং ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ৭। হাজী আবদুল গণী মুন্সী ফিৎরা ১৲ ৮। মোহাঃ লালমিঞা মুন্সী ফিৎরা ১৲ ৯। মোহাঃ সুজাত আলী মোল্লা সাহেব এলাহাবাদ ফিৎরা ১'১২ ১০। মোঃ মোহাঃ রকিব উদ্দিন ভূইয়া ফুলতলী ফিৎরা ১০৲ ১১। পারুয়ারা জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ জাফর আলী ফিৎরা ১৫৲ ১২। পারুয়ারা জামাতের পক্ষে মওলানা মোহাঃ এসহাক সাং পারুয়ারা পোঃ কংশ নগর ফিৎরা ১৭৲।

যিলা যসোর

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগাম্মা এককালীন ২৲ ২। মোঃ ফিরোজ আহমদ ওয়াপদা ডিঃ ভিঃ অফিসার ঝিনাইদহ কুরবানী ৮৲।

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওলবী মোহাঃ ঈমানউদ্দীন খান সাং কুণ্ডলা পোঃ পাতিলাখালী কুরবানী ৪৲ ২। মওঃ আবদুল মান্নান আজহারী c/o ঢাকা ক্লথ ষ্টোর দৌলতপুর বাজার ৩৲।

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আতিকুর বিশ্বাস ধর্মপাড়া শাখা জমঈয়ত হইতে ফিৎরা ২১'৭৫

নাদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

বিভিন্ন যিলা হইতে

১। আবদুল হাদী মোহাঃ আনওয়ার সাং নূরুলহুদা দিনাজপুর কুরবানী ১৮৲ ২। ঝাউডাঙ্গা সভা পক্ষ হইতে মারফত মোঃ আবদুল আযীয সাং পাথরঘাটা পোঃ ঝাউডাঙ্গা ৫০৲ ৩। চেং গ্রাম জামাত হইতে মুন্সী মোহাঃ আব্বাস আলী মণ্ডল পোঃ পাকহিলী দিনাজপুর ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ২০৲ ৪। মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ মণ্ডল সেক্রেটারী ছাতনী মাদরাসা পোঃ পাকহিলী দিনাজপুর এককালীন ২০৲ ৫। মোহাঃ রিয়াজউদ্দীন বোয়ালিয়া রাজশাহী কুরবানী ৬৲।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

[মাসিক]

চতুর্দশ বর্ষ—হিঃ ১৩৮৭-৮৮, ইং ১৯৬৭-৬৮, বাং ১৩৭৪-৭৫

সম্পাদক—মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

বর্ষসূচী

[বর্ণানুক্রমিক]

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
		আ	
১।	আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	১৩৩
২।	আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী, সংকলন : মোঃ আবদুর রহমান	৫৪৫ ও ৫৯১
৩।	আমরা কোথায়?	অধ্যাপক মীর আবদুল মতীন এম, এ	১৮৯ ও ২২৫
৪।	আরবী খোৎবার বঙ্গানুবাদ	সম্পাদক	৩
		ই	
৫।	ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান	মূল : নূর আহমদ কাদেরী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৩৮
৬।	ইয়াদগার-ই-বেলাল (কবিতা)	বে-নজীর আহমদ	৪৮৮
৭।	ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব	জালাল উদ্দীন আহমদ	১৯৫
		উ	
৮।	'উরওয়াতুল উসকা'	শামস্ আলম পি, এস, পি	২৩৭
		এ	
৯।	এলো আবার কুরবানী (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৩৯৬

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক

১০।	কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৩২৯, ৩৮৯, ৪৮০, ৫৪২ ও ৫৭৯
১১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫, ৫৩, ১০৫, ১৫৭, ২০৯, ২৬১, ৩১৩, ৩৬১, ৪০৯, ৪৫৯, ৫১১ ও ৫৬৩

খ

১২।	খৃষ্টান জগতে বহু বিবাহ	ডক্টর ম, আবদুল কাদের	৩৪৯
১৩।	খৃষ্টান ধর্মে বহু বিবাহ	,, ,, ,,	২২৯

চ

২৪।	চতুর্দশ বর্ষের সূচনায় আরবী খোৎবা	মওলানা আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১
১৫।	চলরে মন নবীজীর দেশে (কবিতা)	আবদুল খালেক	৪৪৫

জ

১৬।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৯, ৯৭, ১৫২, ২৫৪, ৩০১, ৩৫৮, ৪০২, ৪৫৭, ৫০৩, ৫৫৯ ও ৬১১
১৭।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (মসলা মাসায়েল)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১৩, ৮১, ১২৮, ১৯৯, ২৮৯, ৪৪৮, ৫৫০ ও ৬০১
১৮।	জেহাদের ডাক (কবিতা)	সয়ফুল ইসলাম মোহাঃ শফীউদ্দীন	১২৩

ত

১৯।	তর্জুমানুল হাদীসের চতুর্দশ বৎসরের যাত্রা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৫
২০।	তর্জুমানের বর্ষ-বিদায়ে (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৬০৮
২১।	তাবাকাত এবনে সা'আদ	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল বাকী	১৩৭
২২।	তৃষ্ণার্তি (কবিতা)	শামসুর রহমান রেজা	১৭

দ

২৩।	দুর্নীতি (কবিতা)	মীর আবদুল মতীন এম, এ	৮১
২৪।	দেশে বিদেশে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৮, ১৪৬ ও ২০৭

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধ

২৫। ধর্মের ধারণা—পাশ্চাত্যে ও ইসলামে মূল: মোহাম্মদ আসাদ
অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ৩৭৮ ও ৪২৫

প

২৬। পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ডক্টর এম, আবদুল কাদের ৪৩৩, ৪৭৫ ও ৫৩৩
২৭। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রসঙ্গে সৈয়দ রশীদুল হাসান (রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ) ৫২৭
২৮। পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংহতির প্রশ্ন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ১২৪ ও ১৮১

ফ

২৯। ফিলিপাইনে ইসলাম মূল: সিজার আদিব মাজ্জাল ৩৩৪, ৩৯২ ও ৪৪৩
অনুবাদ: মোহাম্মদ সালেহউদ্দীন খান

ব

৩০। বঙ্গানুবাদ সহ একটি আরবী কবিতা আবু উবাইদ শাইখ আবদুল্লাহ নদভী ৫৮৮
৩১। বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচিবিপর্য্যয় মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী ১৬৯, ২৪২, ২৭৪ ও ৩২৫
৩২। বাঙলী ও রবীন্দ্রনাথ মুকাথথারুল ইসলাম ১৭৭
৩৩। বিচিত্র বিধান (কবিতা) আল-আজিজ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম খান ৪৩৮
৩৪। বিশ্ব-নবীর প্রবর্তিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব শেখ আইনুল বারী ২৯৫

ম

৩৫। মওলিদ মৌলুদ বা মীলাদ আবুল কাসেম মোহাম্মদ আদমুদ্দীন ৪৩৯
৩৬। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের শিক্ষা মূল: মওলানা ইউসুফ বিন্নুরী
অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ১১৭
৩৭। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও পাকিস্তানের আদর্শ অনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুর রহমান ৩৯
৩৮। মন মাঝিরে (কবিতা) মুজাহিদ কোরবান ১২৩
৩৯। মাহে রমযান ও রোযা প্রসঙ্গে আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন ১৮১
৪০। মিশনারী তৎপরতার আর এক দিক আলহাজ আবদুন নঈম চৌধুরী বি, এল ২১
৪১। মুসলিম জাতির মানসিব গঠনে ইকবালের কবিতা এম, মওলানা আবদুশ নদভী ৪৯৩, ৫১৭ ও ৬০৫

www.ahlehadeethbd.org

৪২।	মুসলিম তুম্ ভুলো না মত (কবিতা)	সুজাউল কোরবান	৪৩৭
৪৩।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্‌শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	১৬২, ২২৩, ২৬৯, ৩১৭, ৩৭৩, ৪১৭, ৪৭১, ৫১৯ ও ৫৭৩
৪৪।	মোসলেম (কবিতা)	মোহাম্মদ খোশ লাল	৩৯৭
৪৫।	মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৮, ৫৯ ও ১১০

ষ

৪৬।	যাদুঘরে পৌত্তলিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৬৪

শ

৪৭।	শয়তানী ধোকা (কবিতা)	আবুল কাছিম কেশরী	১৮
৪৮।	শাহীদানে বালাকোট (কবিতা)	মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	৪৯১

স

৪৯।	সমাজ ও সুবিচার	অধ্যাপক আবদুল জব্বার বেগ	৭৭
৫০।	সলাৎ ও যাকাত এবং উহার পারস্পরিক সম্পর্ক	শাইখ আবদুর রহীম	৩৩ ও ৭১
৫১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৬, ৯৩, ১৪৭, ২০৩; ২৫১, ২৯৯, ৩৫৫, ৩৯৮, ৪৫৩, ৫০০, ৫৫৭ ও ৬০৯
৫২।	সালমান ফারিসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী	শাইখ আবদুর রহীম	৫২২ ও ৫৭১
৫৩।	সাহাবা জীবন-চরিত	আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন ও মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৫২
৫৪।	সাহিত্য ও সৎ নীতি	আজহারুল ইসলাম	১৪৩
৫৫।	সাহিত্যের সুর	মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	২৭ ও ৬৫

হ

৫৬।	হজরতের সামাজিক সংস্কার	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৫৮৩
৫৭।	'হুশিয়ারী' (কবিতা)	সিদ্দীক আহমদ	২৩৬

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদুর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিন্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান: আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের একান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2, East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org